NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ বড় স্কোরের ম্যাচেই হতে পারে সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে

এবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন খামেনেই ৭

কলকাতা ৫ অক্টোবর ২০২৪ ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১১৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 05.10.2024, Vol.18, Issue No. 117, 8 Pages, Price 3.00

আজ তৃতীয়া...

একডালিয়া এভারগ্রিনে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার সিংহি পার্কে পুজো উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী। ছবি: অদিতি সাহা

তরুণের ‘স্বপ্ন’ প্রকল্পে ১০ হাজার টাকা দেওয়া শুরু করল নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পের আওতায় রাজ্য সরকার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের স্মার্ট ফোন ও ট্যাব কেনার জন্য টাকা দেওয়া শুরু করল নবান্ন। শুক্রবার থেকেই ১৬ লক্ষ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এর জন্য মোট ১৩৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির পড়ুয়াদের পাশাপাশি মাদ্রাসা ও সংখ্যালঘু স্কুলের পড়ুয়ারাও এই প্রকল্পের সুবিধা পায়।

প্রসঙ্গত, ৫ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিন থেকে এ বছর তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের টাকা প্রাপকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু বন্যা পরিস্থিতির দরুণ তখন ওই কাজ স্থগিত রাখা হয়। করোনা অতিমারির পরে ২০২১ সালে রাজ্য সরকার এই প্রকল্প চালু করে। প্রত্যেক বছর শিক্ষক দিবসের দিনে অর্থাৎ, ৫ সেপ্টেম্বর দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। এ বছর শুধু দ্বাদশ নয়, একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদেরও টাকা দেওয়া হচ্ছে। এই সিদ্ধান্তের কথা বিধানসভায় বাজেট পেশের সময়েই জানানো হয়েছিল। এ জন্য অতিরিক্ত ৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দও করেছিল অর্থ দপ্তর।

আরজি কর-কাণ্ডের জেরে বিক্ষোভের আবহে চলতি বছরে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান বাতিল করে রাজ্য সরকার। সেই সঙ্গে বাতিল হয় ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রকল্পের অর্থ বিলি। শেষ মুহূর্তে বিলি বন্ধের সিদ্ধান্ত হলেও প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল শিক্ষা দপ্তর। রাজ্যের সব জেলার ট্রেজারির ৮৭টি অ্যাকাউন্টে মোট ১,৩৩৩ কোটি ৫৭ লাখ ৯০ হাজার টাকা খরচের নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক ছিল শিক্ষক দিবসে পড়ুয়াদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনা বাতিল করে শিক্ষা দপ্তর। সব ট্রেজারিকে সে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে কেন এই সিদ্ধান্ত বদল, তা স্পষ্ট করা হয়নি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে। শুধু জানানো হয়, ‘প্রশাসনিক কারণে’ এই সিদ্ধান্ত। পরে সেই টাকা দেওয়া হবে কি না বা দিলে তা কবে, সে ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি।

এই টাকা দেওয়া নিয়ে বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে পুজোর ঠিক আগে ট্যাব কেনার জন্য প্রায় ১৬ লক্ষ পরিবারের কাছে ১০ হাজার টাকা করে পৌঁছে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বইকি। প্রায় ১৬০০ কোটি টাকা দিয়ে বিদ্যালয় শিক্ষার বুনিয়াদি কাঠামোর অনেক উন্নয়ন করা যেত। যেটা সরকার চাইছে না। এই মোবাইল কেনার টাকা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা এখন নেই।

ধর্মতলায় ধর্নামঞ্চ জুনিয়র ডাক্তারদের

কর্মবিরতি প্রত্যাহার, ২৪ ঘণ্টায় দাবি না মানলে আমরণ অনশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বর থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত জুনিয়র চিকিৎসকদের মিছিল। মিছিল ধর্মতলা চত্বরে পৌঁছলে মঞ্চ বাঁধা নিয়ে পুলিশ ও জুনিয়র চিকিৎসকদের বচসা বাধে। আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসদের টানাহ্যাঁচড়া করে সরিয়ে দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ। এর পরই ধর্মতলা মোড়ে বসে পড়েন আন্দোলনকারীরা। তার ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে ব্যস্ত রাস্তার একাংশ। তবে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন জুনিয়র চিকিৎসকরা।

সাংবাদিক বৈঠকে জুনিয়র ডাক্তারেরা বলেন, ‘রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে দাবি করেছে ২৬ শতাংশ কাজ হয়েছে। কিন্তু ৬ শতাংশও কাজ হয়নি। ন্যায়বিচারের দাবিতে যে আন্দোলন চলছে তা ৫৮ দিনে পড়েছে। আরজি করের মতো আর একটাও ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই কারণেই আন্দোলন। নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু দাবি আছে।’

জুনিয়র ডাক্তারদের তরফে দেবাশিস হালদার বলেন, ‘হাসপাতালে বেড, পরিষেবা পেলে রোগীর রাগ কমবে। আমরা মেডিক্যাল কলেজগুলিতে হুমকি সংস্কৃতির বিলোপ চাই। অভিযুক্ত সকলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।’

সেই সঙ্গে ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দাবিও জানান তাঁরা। পাশাপাশি, ধর্মতলা থেকে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের ঘোষণা করলেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। কাজে ফিরবেন তাঁরা। তবে লাগাতার আন্দোলন চলবে। ধর্মতলাতে অবস্থানে বসছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের কথায়, ‘জিবি করে আমরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সম্পূর্ণ ভাবে কর্মবিরতি প্রত্যাহার হবে। তবে তার সঙ্গে আমরা তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাব এই ধর্মতলাতেই। আমরা জুনিয়র ডাক্তারেরা লাগাতার অবস্থান কর্মসূচির ডাক দিচ্ছি।’

জুনিয়র ডাক্তারেরা শুক্রবার সঙ্গে করে একটি ঘড়ি নিয়ে এসেছিলেন। সেই ঘড়ি তাঁরা অবস্থান মঞ্চের সামনে টাঙিয়ে দেবেন বলে জানান। তাঁদের কথায়, ‘আমরা এই ঘড়ি নিয়ে এসেছি। প্রতি মিনিট, ঘণ্টার হিসাব হবে। তাই এই ঘড়ি অবস্থান মঞ্চে থাকবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় যদি সরকার আমাদের দাবি না মানে, তবে আমরা জীবনের বাজি রেখে আমরণ অনশন শুরু করব।’

মহালয়ার পর শুক্রবার ফের সুবিচারের দাবিতে পথে নামে তাঁরা। এদিন এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করেন। ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে মঞ্চ বেঁধে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করার কথা বলেছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। সেখানে মঞ্চ বাঁধার জন্য বেশ কিছু সরঞ্জাম-সহ ছোট ম্যাটাডোর আসে। অভিযোগ, পুলিশ তাঁদের মঞ্চ বাঁধতে বাধা দেয়। এক জুনিয়র চিকিৎসকের উপর হামলা করা হয়। মোবাইল ফোন ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ। এমনকী বেশ কয়েকজনকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এর পরই পুলিশের সঙ্গে বচসা বাঁধে জুনিয়র চিকিৎসকদের। পুলিশকে ঘিরে স্লোগান দিতে থাকেন আন্দোলনকারীরা। এর পর ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবি

স্বাস্থ্যভবনকে চিঠি দিচ্ছেন বিভাগীয় প্রধানেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের অধ্যক্ষকে অপসারণের দাবি জানিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার কাছে চিঠি পাঠাতে চলেছেন ওই মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানেরা। অভিযোগ, কারচুপি করে বাছাই করা পড়ুয়াদের নম্বর বৃদ্ধি করা হয়েছিল মার্কশিটে। আর এ সবের নেপথ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিৎ সাহা। সম্প্রতি এই অভিযোগ নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তাকে রিপোর্ট পাঠানো হয়। বিভাগীর প্রধানদের অভিযোগ, তার পরে এখনও পর্যন্ত তা নিয়ে কোনও তদন্ত শুরু হয়নি। কেন পদক্ষেপ শুরু করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন বিভাগীয় প্রধানেরা। চিঠিতে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

আরজি কর-কাণ্ডের আবহে অভিযোগ উঠেছে, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘ দিন ধরে দুর্নীতি চলছে। নম্বর নিয়ে জালিয়াতি থেকে শুরু করে স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে এই মেডিক্যাল কলেজে। ‘হুমকি সংস্কৃতি’তে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। আর এই অভিযোগে নাম জড়িয়েছে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রজিতের। বিভাগীয় প্রধানদের দাবি, তিন জনের কমিটি গঠন করে তদন্ত শুরু হলেও সেই তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়নি। এই অভিযোগে অধ্যক্ষের পাশাপাশি নাম জড়িয়েছিল ডিন, সহকারী ডিন, আরএমওর। বাকি তিন জন পদত্যাগ করলেও অধ্যক্ষ এখনও নিজের পদে বহাল রয়েছেন। বিভাগীয় প্রধানেরা এ বার সেই অধ্যক্ষকে অপসারণের দাবি জানিয়ে স্বাস্থ্য ভবনকে চিঠি দিতে চলেছেন। চিঠিতে এখন পর্যন্ত ১৬ জন বিভাগীয় প্রধান সই করেছেন।

মহারাষ্ট্রের বিধানসভার চূড়ান্ত নাটক

চার তলা থেকে ঝাঁপ ডেপুটি স্পিকার ও বিধায়কের

মুম্বই, ৪ অক্টোবর: শুক্রবার নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হল মহারাষ্ট্র বিধানসভায়। ভবনের চার তলা থেকে ঝাঁপ দেন ওই রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার তথা এনসিপি বিধায়ক নরহরি জিরওয়াল। তবে জাল থাকায় অল্পের জন্য বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান তিনি। কেবল ডেপুটি স্পিকারই নন, একই ভাবে ঝাঁপ দেন মহারাষ্ট্রের দুই আদিবাসী বিধায়কও। জানা গিয়েছে, প্রতিবাদের অঙ্গ হিসাবেই তাঁরা ঝাঁপ দেন।

সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, রাজ্যের ধাঙড় গোষ্ঠীকে তপসিলি জনজাতি

এরপর দুয়ের পাতায়

সন্দীপ-অভিজিৎকে আরও জেরা করতে চায় সিবিআই

কল ডিটেইলস রিপোর্ট কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় ধৃত সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের জেল হেপাজতের আবেদন করল সিবিআই। আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দাবি করেছে, এই মামলায় ধৃতেরা জানেন কোন পথে তদন্ত চলছে। তাই তাঁরা এ সময় জামিনে বাইরে গেলে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতে পারেন। ধর্ষণ-খুনের ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। সেই মর্মে সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে আদালতে চাঞ্চল্যকর দাবি সিবিআইয়ের। খুন ও ধর্ষণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে একাধিক ফোন করেছিলেন সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডল, ফোনের কল ডিটেইলস থেকে আদালতে এমনই দাবি করতে দেখা গেল সিবিআইকে। সূত্রের খবর, ফোন কল ডিটেইলস রিপোর্ট ইতিমধ্যেই এসেছে সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকদের হাতে। এরপরই এমন দাবি করেন তাঁরা।

শুক্রবার শিয়ালদহ আদালতে সিবিআই জানিয়েছে, গত ১ অক্টোবর থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত জেলে ছিলেন সন্দীপ এবং অভিজিৎ। কিন্তু জেলে গিয়ে তাঁদের জেরা করা হয়েছিল। তবে জেরাতে অসহযোগিতা করেছেন বলে অভিযোগ সিবিআইয়ের। উল্টে এমন কিছু বলেছেন, তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

সিবিআই আরও জানিয়েছে, এই মামলায় ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের ভূমিকাও খতিয়েও দেখা হচ্ছে। এই মামলায় আর কে কে জড়িত, ওই ভলান্টিয়ারকে কেউ সাহায্য করেছিলেন কি না, তা-ও তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন আছে বলে আদালতে জানিয়েছে সিবিআই। বস্তুত, আরজি কর-কাণ্ডে সন্দীপকে দীর্ঘ দিন সিজিও কমপ্লেক্সে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। তার পর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে ধর্ষণ-খুনের মামলাতেও ১৫ সেপ্টেম্বর সন্দীপকে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এ ছাড়া, অভিজিৎকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয় ১৪ সেপ্টেম্বর। তাঁদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছিল। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেপাজতে ছিলেন সন্দীপেরা। তার পর আদালত ৪ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠায়।

শুক্রবার সন্দীপদের জেল হেপাজতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। তাঁদের আবার ১৪ দিন জেল হেপাজতে পাঠানোর আবেদন করেছে সিবিআই। সেই সঙ্গে জেলে গিয়ে জেরা করার অনুমতি চেয়েছে তারা। সিবিআই আরও জানিয়েছে, ঘটনার পর সন্দীপ এবং অভিজিতের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল।

লক্ষ্য মাওবাদমুক্ত ভারত, ছত্তিশগড়ে খতম ৩০ মাওবাদী

রায়পুর, ৪ অক্টোবর: ২০২৬ সালের মধ্যে মাওবাদ মুক্ত ভারত গঠনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই লক্ষ্য মাওবাদী অধ্যুষিত অঞ্চলে শুরু হয়েছে অল আউট অভিযান। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের বস্তারে তেমনই অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হল ৩০ মাওবাদী। পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমায় অবস্থিত অবুঝমাড় এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবর পেয়ে শুক্রবার ১টা নাগাদ অভিযানে নামে নিরাপত্তা বাহিনী। নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়ার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের তরফে যৌথ অভিযান চালানো হয় ওই এলাকায়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু হয় অভিযান। বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা জবাব দেয় যৌথ বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের গুলির লড়াই চলার পর ৩০ মাওবাদীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 04/10/24 জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 6930 নং এফিডেভিট বলে আমি Basudeb Ghosh S/o. Tarak Chandra Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Sugnik Ghosh (old name) S/o. Basudeb Ghosh R/o. Rajhat, Polba, Hooghly-712123, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sagnik Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছে। Sugnik Ghosh & Sagnik Ghosh S/o. Basudeb Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 25/09/24 S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 13537 নং এফিডেভিট বলে Pronay Dey S/o. Provash Chandra Dey ও Pranoy Dey S/o. P. Ch. Dey সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Laxman Hemram S/O Lt. Kanai Hemram, Religion - Santal, Nationality -Indian, R/O sanbarikbar, P.S. Narayangarh, Dist - Paschim Medinipur declare vide affidavit NO. 5730/21 on 03.10.24 before JM (1st Class) Kharagpur that Kanai Hemram & Kanai Pradhan both are same, one & Identical Person & i.e, my father.

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ জনগনকে জানানো যাইতেছে যে ইন্দা মৌজার জে এল নং-২৩২ আর এস খতিয়ান ১৫৮ আর এস দাগ ৬৭৫ এল আর খতিয়ান নং ৯১২১ এল আর দাগ ৩৬৩০ এ ১৩.১৪ ডেঃ রায়ত সম্পত্তি ওয়ারিসক্রমে প্রাপ্ত দেব দীপ্ত বীরেন দত্ত পিতা বীরেন দত্ত ঠিকানা বিজয় পার্ক মীরা রোড জেলা থানে মহারাষ্ট্র ৪০১১০৭, ২৪/০৩/২০২৩ তারিখে থানে সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ট.ন.ন, ১০- ৫১৮৩/২০২৩ নং আমমোক্তারনামা মূলে বীরেন দত্ত তাহার পিতা কৈলাস দত্ত কে বিক্রয় করিবার অনুমতি প্রদান করিলে, ইং- ০৮/০১/২০২৪ সালে খড়্গপুর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে ১০৭২ নং কোবালাতে ৫.৫০ ডেঃ এবং ১০৭১ কোবালাতে ২.৮৪ ডেঃ সর্বমোট- ৮.৩৪ ডেঃ অর্চনা বেরা স্বামী সুমন্ত বেরা ঠিকানা-কোঃ নং-এন.বি.টি.-৭ ইউনিট-এ নিউট্রফিক পোষ্ট- ইন্দা,থানা-খড়্গপুর টাউন জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর কে বিক্রয় করা হয়। উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি এল আর ও খড়্গপুর ১ দপ্তরে আবেদন করিয়াছে। উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ বা অংশীদারের কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

BRAJADULAL ADHIKARI
ADVOCATE
Enro:F/683/1144/2014
Kharagpur S.D. O Court
Paschim Medinipur

হারানো প্রাপ্তি

লক্ষী নারায়ণ খান্ডেলওয়াল এবং প্রভা খান্ডেলওয়ালের পক্ষে আমি মানস রাওয়াত ঘোষণা করতে চাই যে, আমি ইউনিটেক ইউনিভার্সাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড দ্বারা জারি করা বিক্রির চুক্তি হারিয়েছি। ফ্ল্যাট নং 903, 9ম তলা, টাওয়ার-4, ইউনিওয়ার্ল্ড সিটি ডাউনটাউন, অ্যাকশন এরিয়া-III, নিউটাউন, কলকাতা, 1555 বর্গমিটার পরিমাপের জন্য লিমিটেড। ফুট একটি কভার পার্কিং স্পেস নং 1327 সহ। 7C মানি স্কোয়ার মল, 164/1 মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা - 700054 থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর 2024-এ হারিয়ে গেছে। একটি GDE 2249 30.9.2024 তারিখে ফুলবাগান PS-এ দায়ের করা হয়েছে। যদি কেউ এটি খুঁজে পান তাহলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন 9836410101

।। নোটিশ ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণ জনগনকে জানানো যাইতেছে যে মীরপুর মৌজার জে এল নং- ২৪০ এল আর খতিয়ান নং- ৫৫/১, রিভিং দাগ ৩২১ যাহা এল আর ৩৩২ দাগে ০.৭০ ডেঃ রায়ত সম্পত্তি কানাই কিস্কু পিতা স্বর্গীয় রুপা কিস্কু ঠিকানা মীরপুর পোষ্ট-হিজলী, থানা খড়্গপুর লোকাল, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর নিজ রায়ত সম্পত্তি হইতেছে। ইং-৭/০৯/২০১৫ তারিখে খড়্গপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিসে iv ১৬৪/১৫ নং আমমোক্তারনামা মূলে শ্রীকান্ত কিস্কু পিতা কানাই কিস্কু, মীরপুর বিক্রয় করিবার অনুমতি দিলে ইং- ১৭/১০/২০২৩ সালে খড়্গপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে ৫৬৯৫/২০২৩ নং বিক্রয় কোবালা দ্বারা তারামনি ভকত স্বামী সিকন্দর ভকত ঠিকানা ৪৭৬, ইউনিট ৬ সাউথ সাইড পোষ্ট- খড়্গপুর, থানা খড়্গপুর টাউন,জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১ কে ৭০ ডেঃ মধ্যে ৫ ডেঃ বিক্রয় করা হইয়াছে। উক্ত খরিদা জমি নিজ নামে রেকর্ড করিবার জন্য বি এল আর ও খড়্গপুর ১ দপ্তরে আবেদন করিয়াছে, উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ বা অংশীদারের কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে পারেন নচেৎ পরবর্তী কালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহন যোগ্য হইবে না।

BRAJADULAL ADHIKARI
ADVOCATE
Enro:F/683/1144/2014
Kharagpur S.D. O Court
Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৫ ই অক্টোবর, শনিবার। ১৮ই আশ্বিন। শারদীয়া তৃতীয়া তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি: গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি: পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি: কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি: গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ।

ধনু রাশি: পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে।

কুম্ভ রাশি: গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী উ হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ।

মীন রাশি: মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ শারদীয়া দুর্গাপূজা শুক্লা তৃতীয়া বিহীত তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আবাস উপভোক্তাদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত রাজ্যর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনার টাকা উপভোক্তারা যাতে অন্য কোনও খাতে না খরচ করেন রাজ্য সরকার সে ব্যাপারে সতর্ক হচ্ছে। নতুন করে আবাসের বরাদ্দ ছাড়ার আগে এনিয়ে তৎপর হয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর। ঠিক করা হয়েছে আবাসের টাকা শুধুমাত্র বাড়ি তৈরির কাজেই ব্যবহার করবেন এই মর্মে যোগ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে এবার মুচলেকা নেওয়া হবে। তার পরেই তাদের জন্য বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির টাকা মঞ্জুর করা হবে। পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে, আবাস প্লাসের পূর্বেকার তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ আবাসের ক্ষেত্রে রাজ্যে অন্তত ৩০ থেকে ৪০ হাজার উপভোক্তার বাড়ি অসম্পূর্ণ। এর একটা বড় অংশ টাকা নিয়েছে কিন্তু কাজ শেষ করেনি। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আটকাতেই যোগ্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই তথ্য পঞ্চায়েত দফতরের কাছেও রেকর্ড হিসেবে থাকবে। পরবর্তী সময়ে দুর্নীতি বা অন্য কোনও প্রশ্ন উঠলে ওই নথি দেখিয়ে তা খারিজ করা হবে।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত নিজেদের কোষাগার থেকেই আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার। এজন্য রাজ্যজুড়ে ২১ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের সমীক্ষা করা হবে। সেসময়ই এই সংক্রান্ত স্বীকৃতি পত্র নেওয়া হবে সমস্ত উপভোক্তার কাছ থেকে। রাজ্যে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার তথ্য যাচাই করার কথা থাকলেও নতুন করে আরও আবেদনকারীর তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে উপভোক্তার সংখ্যা বাড়বে আরও কয়েক লক্ষ, মনে করছে রাজ্য।

মনীশ শুক্লার বিচারের দাবিতে টিটাগড়ে মিছিল বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ২০২০ সালের ৪ অক্টোবর টিটাগড় থানার অদূরে দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছিলেন বিজেপির দাপুটে নেতা মনীশ শুক্লা। অভিযোগ, মনীশ খুনে জড়িত প্রকৃত অপরাধীরা এখনও ধরা পড়েনি। তাই মনীশের বিচারের দাবিতে শুক্রবার বিকেলে মিছিল করল বিজেপি। সেই মিছিল টিটাগড় ব্রহ্মস্থান থেকে শুরু হয়ে বিটি রোড ধরে ঘটনাস্থল টিটাগড় থানার উল্টোদিকে মমতা মেডিক্যালের কাছে শেষ হয়। সেখানে অস্থায়ী শহীদ বেদিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন মৃতের অনুগামী ও বিজেপি নেতৃত্ব। মিছিলে এদিন হাজির ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিহতের বাবা চন্দ্রমনি শুক্লা, তাপস রায়, শীলভদ্র দত্ত প্রমুখ। এদিন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'পুলিশ ও গুন্ডার মিলিত সমীকরণের প্রতিফলন এই মনীশ খুনের ঘটনা। থানার অদূরে ওকে খুন করা হয়েছিল।' তাঁর অভিযোগ, 'খুনের পর অপরাধীরা পানিহাটির বিধায়ক নান্টু ঘোষের কাছে যায়। নান্টু ঘোষ গাড়ি দিয়ে ওদেরকে পালাতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নান্টু ঘোষ গ্রেপ্তার হল না।' প্রাক্তন সাংসদের কথায়, বিচারের দাবিতে তাদের লড়াই জারি থাকবে। সিবিআই তদন্তের জন্য মনীশের পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু সিবিআই তদন্তের জন্য হাইকোর্ট এখনও অর্ডার দেয়নি। তাঁর দাবি, 'পুলিশের নির্দেশেই মনীশ খুন হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃত অপরাধীদের না ধরে পুলিশ যাকে-তাকে পাকড়াও করে ধৃতদের সংখ্যা বাড়াচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'ই অপরাধীরা একটা সময় সিপিএমের হয়ে তৃণমূলকে মেরেছিল। এখন তৃণমূলের হয়ে বিজেপিকে মারছে। রাজ্যে পরিবর্তন ঘটলে এঁরাই দেখবেন তৃণমূলকে মারছে।' অপরদিকে নিহতের পিতা চন্দ্রমণি শুক্লা বলেন, 'টিটাগড়ের উন্নয়ন কিংবা জনগনের কল্যানে মনীশ অনেক কাজ করেছিল। কিন্তু চার বছর বাদে বুঝতে পারলাম মানুষ খুব স্বার্থান্বেষী। তাই আজকের দিনে খুব কষ্ট হচ্ছে।' তাঁর দাবি, বাংলায় তৃণমূল সরকার থাকলে বিচার মিলবে না। তবুও বিচারের দাবিতে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তাঁর কথায়, টিটাগড় ও ব্যারাকপুর অঞ্চলের মানুষের জন্য মনীশ অনেক সেবামূলক কাজ করেছিল। কিন্তু সেভাবে মানুষ মনীশকে মনে রাখেনি। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুর অঞ্চলে আর দ্বিতীয় মনীশ জন্মাবে না।

উৎসবের প্রাক্কালে বাজারমূল্য নিয়ে অতিরিক্ত সতর্ক নবান্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর সময় বাজারে যাতে কোনও কৃষিপণ্যের ঘাটতি না হয় সেই ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি উৎসব মরশুমের সুযোগে যাতে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো না হয়, সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে। শুক্রবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের পৌরহিত্বে বাজারদর পর্যালোচনায় বৈঠক বসে। বাজার দর নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্স, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ, বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন, পুলিশ, জেলাশাসকরা বৈঠকে ছিলেন। বৈঠকে টাস্কফর্সের সদস্য ও বাজার কমিটির তরফে জানানো হয় সাধারণভাবে রাজ্যে কৃষি পণ্যের দাম স্থিতিশীল আছে। তা স্বত্তেও উৎসবের প্রাক্কালে অতিরিক্ত সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্য সচিব। রাজ্য সরকারের গঠিত টাস্ক ফোর্স, এনফোর্সমেন্ট বিভাগ ও পুলিশকে বাজারে নিয়মিত নজরদারি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ফড়েরা যাতে সক্রিয় না হয়ে উঠতে পারে তা দেখতে বলা হয়েছে। সমস্ত বাজারে শাক সবজি ও আনাজের চাহিদা ও যোগানের সমতা রাখার জন্য, বিভিন্ন কৃষক বাজারে ও গ্রামে গ্রামে বিশেষ ক্রয় কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে সবজি কিনছে রাজ্য। রাজ্যে এরকম ৫৮টি ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ওই ফসল সুফল বাংলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে ন্যায্য দামে বিক্রি করা হচ্ছে। হিমঘরে আলু রয়েছে যথেষ্ট। পুজাকালীন অতিরিক্ত চাহিদা মেটানোর জন্য হিমঘর কর্তৃপক্ষ এবং আলু ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেছে রাজ্য সরকার। সুফল বাংলা প্রকল্পের সুবিধা যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সে ব্যাপারেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে রাজ্যে সুফল বাংলার স্টলের সংখ্যা ৬৪২ টি। তা দ্রুত বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত তিন মাসে সুফল বাংলার নতুন স্টল খোলা লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাপিয়ে গেছে। ওই সময় ৩০টি স্টলের জায়গায় মোট ৮০টি স্টল খোলা হয়েছে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

(আমমোক্তার নামা)

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম আমমোক্তার নামা দলিল বলে **১) শ্রী নিরাপদ বেরা** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম গনেশপুর, পোঃ আটী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫, **২)শ্রী মানিক বেরা** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম বাঁকুলা, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩, **৩)শ্রী অষ্টপদ বেরা** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম বাঁকুলা, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩, **৪) শ্রীমতী কানন বালা সেনাপতি** স্বামী ৺সুফল চন্দ্র সেনাপতি, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম মথুরকুড়, পোঃ বাবনান, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫, **৫)শ্রীমতী অসীমা দলুই** স্বামী কেশব দলুই, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম ৬/২ চন্দ্র পাঠক লেন, পোঃ ও থানা বালী, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১২০১, **৬)শ্রমতী চন্দনা প্রামানিক** স্বামী মৃত্যুঞ্জয় প্রামানিক, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম ও পোঃ ও থানা কড়েঙ্গুর, জেলা চেন্নাই, তামিলনাডু, পিন ৬০০১১৮, **৭)শ্রীমতী অনিমা দে** স্বামী মথুরা দে, পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম খাঁ পুকুরিয়া, পোঃ হরিশনগর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৯, **৮)শ্রীমত্যা মাধবী বেরা** স্বামী ৺অরুন কুমার বেরা ওরফে অরুন বেরা সাকিম গনেশপুর, পোঃ আটী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫, **৯)শ্রীমতী স্বপ্না খামারু** স্বামী প্রশান্ত খামারু, পিতা ৺অরুন কুমার বেরা ওরফে অরুন বেরা সাকিম সিংহল পাঠন, পোঃ দেওয়ানভেড়ী, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৯, **১০)শ্রী শুভাশীষ বেরা ও ১১)শ্রী সুদীপ্ত বেরা** উভয়ের পিতা ৺অরুন কুমার বেরা ওরফে অরুন বেরা সাকিম গনেশপুর, পোঃ আটী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 20/02/2024 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1876/2024 নং দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র বেরা** পিতা ৺সতীশ চন্দ্র বেরা ওরফে সতীশ বেরা, সাকিম বাঁকুলা, পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং দ্বিতীয় আমমোক্তার নামা দলিল বলে **১)শ্রী বিদ্যুৎ কুমার বেরা ২)শ্রী রাজদুত বেরা** উভয়ের পিতা ৺পরিতোষ বেরা উভয়ের সাকিম ও পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩, **৩)শ্রীমতী ছবি ভান্ডারী** স্বামী সুনীল ভান্ডারী, পিতা ৺পরিতোষ বেরা সাকিম বৈঁচিপোতা, পোঃ আনন্দনগর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৯, **৪)শ্রীমতী ছায়া সামন্ত** স্বামী অনন্ত সামন্ত পিতা ৺পরিতোষ বেরা সাকিম রতনপুর, পোঃ ডিহিরতনপুর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৯, **৫)শ্রীমতী মিতা মন্ডল** স্বামী জয়ন্ত মন্ডল পিতা ৺পরিতোষ বেরা সাকিম ও পোঃ আনন্দনগর, থানা সিঙ্গুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৪০৯, **৬) শ্রীমতী চম্পা মালিক** স্বামী রবীন্দ্র মালিক পিতা ৺পরিতোষ বেরা সাকিম ও পোঃ অভয়নগর, থানা বালী, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১২০৫, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 20/02/2024 তারিখে সম্পাদিত এ.ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1887/2024 নং দলিল বলে আমার অপর মক্কেল **শ্রী মেঘদূত বেরা** পিতা ৺পরিতোষ বেরা সাকিম ও পোঃ মহিষটিকরী, থানা হরিপাল, জেলা হুগলী, পিন ৭১২২২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেলদ্বয় নিজ নিজ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা ক্ষমতা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 23/04/2024 তারিখে ডি.এস.আর-II, সদর হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-845/2024 নং দলিল মূলে **শ্রী বাপ্পাদিত্য বেরা**, পিতা শ্রী নিরাপদ বেরা, সাকিম গনেশপুর, পোঃ আটী, থানা দাদপুর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২৩০৫ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা হরিপাল, মৌজা বাকুলা, ১০২ নং জে.এল ভুক্ত, ১৭৬ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল ৪৬ দাগে বাস্তু জমি ১) ষোল আনায় ০২ শতকের মধ্যে ০.৩৪২ শতক ও ২) ষোল আনায় ০২ শতকের মধ্যে ০.৩৪২ শতক, একুনে দুইটি আমমোক্তারনামা বলে ০.৬৮৪ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রী বাপ্পাদিত্য বেরা, পিতা শ্রী নিরাপদ বেরা, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু), জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন, সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১, ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র, সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

চার তলা থেকে ঝাঁপ ডেপুটি স্পিকার ও বিধায়কের

প্রথম পাতার পর

(এসটি)-র অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করে প্রতিবাদ দেখাচ্ছিলেন তাঁরা। স্লোগান দিতে দিতে হঠাৎই তাঁরা বিধানসভার চার তলা থেকে ঝাঁপ দেন। তবে তিন জনেই জালে আটকে যান। কারও তেমন আঘাত লাগেনি বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ তিন জনকেই নিরাপদে জাল থেকে উদ্ধার করেছে। প্রসঙ্গত, ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা রুখতে ২০১৮ সালেই সচিবালয় চত্বরে জাল লাগানো হয়।

মূলত পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং মরাঠাওয়াড়া অঞ্চলে ধাঙড় গোষ্ঠীর বসবাস। কয়েক বছর ধরেই তাঁরা সরকারের কাছে তপসিলি জনজাতির তকমা চেয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। গত মাসেই ধাঙড় গোষ্ঠীর এক নেতা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, দাবি পূরণ না হলে তাঁদেরও শিন্ডেকে প্রয়োজন নেই। চলতি বছরের শেষেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে এই ঘটনাকে ঘিরে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে।

লালবাজার থেকে পুজোর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন করলেন কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা।

সিগন্যাল সমস্যার কারণে পুজোর মুখে মেট্রো বিভ্রাট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মুখে ফের মেট্রো বিভ্রাট। সিগন্যাল সমস্যার কারণে সন্ধে ৬টা থেকে শুরু হয় এই সমস্যা। যার জেরে বাকি স্টেশনগুলিতেও দেরিতে চলছে মেট্রো। দমদম থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা স্বাভাবিক হলেও সন্ধেবেলা অফিস ফেরত যাত্রীরা চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হন।

মেট্রো সূত্রে খবর, সন্ধের পর থেকে ৭ টা ১৯ থেকে ফের স্বাভাবিক হয় মেট্রো চলাচল। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত আপ ও ডাউনে চলাচল স্বাভাবিক হয়। তবে প্রায় দেড় ঘণ্টা দমদম-দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে পরিষেবা ব্যাহত থাকার জেরে যাত্রী চাপে প্রতিটি মেট্রোতেই সাংঘাতিক ভিড়। পুজোর মুখে এ ধরনের সমস্যায় প্রচণ্ডই ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। প্রশ্ন উঠেছে রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে।

বৃহস্পতিবার সন্ধের দিকেও একইভাবে মেট্রোয় সমস্যা দেখা গিয়েছিল। প্রতিটি স্টেশনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। ফলে পরিষেবা ব্যাপকভাবে বিলম্বিত হয়। তার কারণ অবশ্য জানা যায়নি। মনে করা হচ্ছে, যাত্রীদের চাপে মেট্রো দেরিতে চলেছে। শুক্রবারও সেই একই পরিস্থিতি তৈরি হয়। এদিকে পুজোয় বাড়তি মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সময়ের ব্যবধান কমে যাবে। কিন্তু তার আগেই পর পর দু'দিন সন্ধের ব্যস্ত সময়ে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় চিন্তায় যাত্রীরা।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরুর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর আগেই সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলির সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। এজন্য অর্থ বরাদ্দের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে কোথায় কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট জেলাগুলির জেলাশাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়ার পর সেই অনুযায়ী জেলাগুলিকে অর্থ বরাদ্দ হবে করা হবে বলে নবান্নের প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।

শেষ বর্ষার প্রবল বর্ষণ ও ডিভিসির ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং বাঁকুড়া। এর মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাওড়ায় বন্যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি হয়েছিল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই জেলাগুলির বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন ছিল। জল সরে যাওয়ার পরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে সমীক্ষা শুরু হয়েছে। রাস্তাঘাটের পাশাপাশি, স্কুল-সহ সরকারি ভবন, নদী বাঁধ ইত্যাদির ভালো রকম ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। নষ্ট হয়েছে সাধারণ মানুষের বাড়ি, দোকান। নোনা জল ঢুকে নষ্ট হয়েছে ফসল। নষ্ট হয়ে যাওয়া ফসলের জন্য কৃষকেরা যাতে শস্য বীমা যোজনার আওতায় দ্রুত ক্ষতিপূরণ পান এজন্য ইতিমধ্যে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। পরিকাঠামো গত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে আলাদা করে এই সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতির জন্য, রাজ্য সরকার বেশ কয়েকটি দফতরে কর্মীদের ছুটি বাতিল করেছে। তারা জেলাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বন্যার ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করবে এবং মেরামতের বন্দোবস্ত করবে। বরাদ্দ অর্থ বণ্টনও করা হবে ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনা করেই। দ্রুত যাতে সংস্কারের কাজ শেষ করা যায়, তার ব্যবস্থা করছে সরকার।

বিনিয়োগ টানতে খুচরো পণ্য নীতির ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে আরও বিনিয়োগ টানতে খুচরো পণ্য নীতি তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। কর্ণাটক, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলিতেও এই নীতি রয়েছে। এ রাজ্যে এই নীতি এতদিন ছিল না। দুবাইয়ের বিখ্যাত লুলু গ্রুপ বিনিয়োগে আগ্রহ দেখানোর পরই এই নীতি তৈরির ওপর গুরুত্ব দিল রাজ্য। ইতিমধ্যেই খসরা তৈরির কাজও শিল্প দপ্তর তৈরি শুরু করে দিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন রাজ্যে ৬টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর তৈরি হচ্ছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৫ অক্টোবর ২০২৪ ১৮ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

জগদ্দলের মজদুর ভবন লক্ষ্য করে বোমা-গুলি, জখম অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শুক্রবার সাত সকালে বোমা-গুলির শব্দে কেঁপে উঠল জগদ্দলের মেঘনা মোড় এলাকা। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অফিস-কাম-বাড়ি মজদুর ভবন লক্ষ্য করে বোমা-গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এদিন সকালে স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর সুনিতা সিংয়ের পুত্র নমিত সিং তাঁর দলবল নিয়ে অতর্কিতে হামলা চালায় মজদুর ভবনে। মজদুর ভবন লক্ষ্য করে হামলাকারীরা প্রথমে এলোপাথাড়ি ইঁট-পাটকেল ছোঁড়ে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, প্রাক্তন সাংসদের পুত্র বিধায়ক পবন কুমার সিংয়ের অফিসেও হামলা চালানো হয়। পুলিশ হামলাকারীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে, উল্টে তাঁরা পুলিশের ওপর চিৎকার করে। চেঁচামেচি শুনে বাড়ির বাইরে আসেন প্রাক্তন সাংসদ। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা প্রাক্তন সাংসদের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে। তারপর কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে সেখান থেকে

চলে যায়। বোমার স্প্রিন্টার ছিটকে তাঁর পায়ে লাগে। তাতে তিনি জখম হন। হামলায় তাঁর এক নিরাপত্তারক্ষীও আহত হয়েছেন বলে খবর। প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, পরিকল্পনা মাফিক পুলিশের সামনেই তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। বাড়িতে নিরাপত্তায় থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, কমপক্ষে ২০-২৫টি বোমা ছোঁড়া হয়েছে। আর এক ডজনের বেশি রাউন্ড গুলি চলেছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, ২০২১ সালে তাঁর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় এনআইএ-র হাতে ধরা পড়েছিল নমিত সিং। তাঁর নেতৃত্বেই 'জেহাদিরা' এদিন হামলা চালিয়েছে। তাঁর দাবি, নিরাপত্তার জন্য নয়। তাঁর অফিসে কারা আসছেন, তা নজরদারি করতেই সিসিটিভি ক্যামেরায় মেঘনা মোড় মুড়ে ফেলা হয়েছে। তিনি গোটা ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে জানাবেন। অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ, তাঁকে খুনের চক্রান্ত করা হচ্ছে। এই চক্রান্ত হচ্ছে নবান্ন থেকে। বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি, 'বাংলায় প্রশাসন বলে কিছুই নেই। বাংলা জেহাদিদের হাতে চলে গিয়েছে। এখন বাঁচার জন্য নিজেদের লড়তে হবে।' তাঁর কথায়, পুলিশের সামনেই ঘটনা ঘটেছে। সুতরাং পুলিশের ওপর তাঁর আস্থা, ভরসা কিছুই নেই। এনআইএ-কে ঘটনার তদন্ত করার জন্য তিনি আদালতের দ্বারস্থ হবেন। তিনি বলেন, 'এত বোমার মশলা আসছে কোথা থেকে, সেই তদন্ত এনআইএ-র করা দরকার।' এদিকে দলের প্রাক্তন সাংসদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় পুলিশ ও শাসকদলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি ট্যুইটে লিখেছেন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী ও গুন্ডা-বাহিনী প্রাক্তন সাংসদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। তাঁর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছে। কিন্তু পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। তিনি হামলার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি করেছেন। ঘটনা নিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, 'নিজের দোষ ঢাকতে উনি তৃণমূলের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছেন। ওনার উদ্দেশ্য, এনআইএ, ইডি ও সিবিআই লাগিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের হেনস্থা করা।'

কর্মবিরতি তোলার পরামর্শ নিয়ে সিনিয়র ডাক্তারদের বেনজির আক্রমণ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের পর জুনিয়র ডাক্তাররা লাগাতার পথে নামেন। টানা কর্মবিরতিও করতে দেখা যায় তাঁদেরকে। সবসময় জুনিয়র ডাক্তারদের পাশে থেকে তাঁদের আন্দোলনকে সাপোর্ট করতে দেখা যায় সিনিয়র ডাক্তারদের। পরে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি থেকে সরে আসে। কাজে যোগ দেন তাঁরা। তবে পরিস্থিতি আবার বিগড়ে যায় সাগরদত্ত মেডিক্যাল কলেজে হামলার ঘটনার পর। সরকারি নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ফের কর্মবিরতি ঘোষণা করেন জুনিয়র ডাক্তাররা। তবে এবার দেখা গেল সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ পরামর্শ দিচ্ছেন, 'কর্মবিরতির বাইরে কিছু পরিকল্পনা করতে হবে জুনিয়র ডাক্তারদের।' আর সিনিয়র ডাক্তারদের এই কথা ধরেই কটাক্ষ করতে দেখা গেল, তৃণমূলের প্রথম সারির নেতা কুণাল ঘোষকে। সিনিয়র ডাক্তারদের বেনজির আক্রমণ করে কুণাল বলেন, 'এখন সিনিয়র চিকিৎসকরা জুনিয়রদের কর্মবিরতিতে যেতে বারণ করছেন কারণ পুজোর সময় তাঁদের টিকিট কাটা রয়েছে দেশ-বিদেশে। তাঁরা বেড়াতে যাবেন। তাঁদের কাজ সামলাতে হবে জুনিয়রদের। কারণ

জুনিয়র চিকিৎসকরা যদি কর্মবিরতি চালান তাহলে সিনিয়র ডাক্তাররা বেড়াতে যেতে পারবেন না।' তৃণমূল নেতার প্রশ্ন, 'এতদিন কেন সিনিয়রদের মনে হয়নি কর্মবিরতি প্রত্যাহারের বিষয়?' নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে কুণাল ঘোষ লিখেছেন, 'উস্কানিদাতা সিনিয়রদের পুজোয় দেশ-বিদেশের টিকিট কাটা। সামলাতে হবে জুনিয়রদের। নাহলে 'বিশেষ' সমস্যা।'

প্রসঙ্গত, সাগরদত্তে চিকিসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের নিগ্রহের জেরে পূর্ণ কর্মবিরতি চালাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। যার জেরে রোগীদের একাংশের অভিযোগ, তাঁদের ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। তবে নিজেদের সুরক্ষার প্রশ্নে অনড় জুনিয়র চিকিৎসকরাও। এই অবস্থায় দেখা যায় সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশও বলতে শুরু করেন এবার জুনিয়রদের কর্মবিরতি নিয়ে ভাবা উচিৎ। ডক্টর সুবর্ণ গোস্বামীকেই বলতে শোনা যায়, 'কর্মবিরতি করেই যে সব সমস্যার সমাধান হবে এমনটা আমরা মনে করছি না। সিনিয়র ডাক্তার হিসাবে পরামর্শ থাকবে এটা তাঁরা পুর্নমূল্যায়ন করুক।' এরপর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তবে কি নিজেদের অবস্থান থেকে সরবেন জুনিয়র ডাক্তাররা? তারই মধ্যে কুণাল ঘোষের ডাক্তারদের নিশানা করা এই পোস্ট জল্পনা বাড়িয়েছে।

পুজোর মধ্যে আন্দোলন সামলাতে তৈরি কলকাতা পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মাঝে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু হলে পুলিশের তরফে তা থামানোর জন্য বড় পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কলকাতা পুলিশ আন্দোলন রোখার জন্য প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে কমিশনার মনোজ ভার্মা জানান, 'সব ব্যবস্থা করা আছে। আশা করি, পুজোয় কোথাও কোনও বাধা সৃষ্টি হবে না।' পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ কমিশনার এও জানান, দুর্গাপুজোর সময় শহরে যাতে কোন ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি না হয় তার জন্য বিশেষ নজর রাখা হবে কলকাতা পুলিশের তরফে। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা এও জানান, সাধারণ মানুষ

যাতে শান্তিপূর্ণভাবে ঠাকুর দেখতে পারেন, তার সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে। কোনও অসুবিধা হলে হেল্পলাইনে ফোন করে সাহায্য চাওয়া যাবে। ট্রাফিক-সহ সব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। শুক্রবার কলকাতার পুজোর ম্যাপ উদ্বোধনে গিয়ে সিপি জানান, পুলিশের তরফ থেকে ঠিক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। গত ২ মাস ধরে কলকাতা শহর যেভাবে প্রতিবাদে, আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়েছে, তাতে পুলিশি তৎপরতা বেড়েছে আরও।

উল্লেখ্য, এবার শহরে পুলিশের অনুমতি পাওয়া মোট পুজোর সংখ্যা ১৯০৫টি। পুজোয় যান নিয়ন্ত্রণ করতে ১৮ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, ১০৪ জন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার, ৫৫০ জন সার্জেন্ট ও সাব ইন্সপেক্টর, ৩৬০০ জন কনস্টেবল ও ৫৪০০ জন অস্থায়ী হোমগার্ড রাস্তায় মোতায়েন থাকবে। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তায় বাড়তি নজর দেওয়া হচ্ছে। সিপির আবেদন, পুজোয় শান্তি বজায় রাখার জন্য সবাই সহযোগিতা করবেন।

বিনীত গোয়েলের মামলা শুনবে কলকাতা হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের নাম প্রকাশের জেরে বিপাকে পড়েন প্রাক্তন কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েল। মামলা হয় হাইকোর্টে। তবে সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলাকালীন এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে রাজি ছিল না হাইকোর্ট। এবার আর সেই বাধা রইল না। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানিয়েছে, এই মামলা হাই কোর্টের শুনতে কোনও বাধা নেই। অর্থাৎ আগামী সোমবার কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে হওয়া মামলা, প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির সম্ভাবনা।

উল্লেখ্য, আইনজীবী অনামিকা পাণ্ডে কলকাতা হাই কোর্টে বিনীতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন সিপির বিরুদ্ধে এফআইআর করার আবেদন জানান। তবে কলকাতা হাই কোর্ট সেই সময় সাফ জানিয়ে দেয়, এই মামলা শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন।

সে কারণে সেই সময় এই মামলাতে হস্তক্ষেপ করেনি কলকাতা হাই কোর্ট। এর পর গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আর জি কর মামলার শুনানি হয়। ওই শুনানিতে ওঠে বিনীত গোয়েলের প্রসঙ্গ। নির্যাতিতার নাম বলার পরেও কেন তাঁর বিরুদ্ধে একটিও এফআইআর দায়ের হল না, সে প্রশ্ন ওঠে। আইনজীবী জেঠমালানি, এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি জানান। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট জানায়, এই মামলা হাই কোর্টের শুনতে কোনও বাধা নেই। সেকথা এদিন হাই কোর্টে জানান মামলাকারীর আইনজীবী। আগামী সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা।

বাঁশদ্রোণীর ঘটনায় গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: পে-লোডারে চাপা পড়ে ছাত্রের মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্রের আকার নিয়েছিল বাঁশদ্রোণী। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে। একজন গাড়ির চালক। অপরজন গাড়ির মালিক। পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়ির চালকের নাম শম্ভু রাম। অপরদিকে, গাড়ির মালিক হলেন বিশ্বকর্মা শর্মা। জানা যাচ্ছে, গাড়ির মালিক ঘটনার দিন শম্ভুকে পালাতে সাহায্য করেছিল। সেই অভিযোগেই গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। জানা যাচ্ছে, দমদম ও চিৎপুর এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বিএনএস বা ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৫ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তদের।

প্রসঙ্গত, মহালয়ার সকালে বাঁশদ্রোণীতে পে লোডারের চাকায় পিষ্ট হয়ে চোদ্দো বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয়। যার জেরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকাবাসী। উত্তেজিত জনতা পে-লোডার ভাঙচুর করে। বাসিন্দাদের একাংশ স্থানীয় কাউন্সিলরের উপর উগরে দেন ক্ষোভ। এমনকি রাস্তা খারাপের অভিযোগ তোলেন তাঁরা। এরপর শুক্রবার বাঁশদ্রোণীর ঘটনা নিয়ে ডিসি এসএসডি বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেই বৈঠক থেকে তিনি জানান যে, ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় মোট ছ'টি এফআইআর করা হয়েছে। তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঘটনায় যুক্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা। সেইমতো গাড়ির চালক ও মালিককে গ্রেফতার করা হয়।

এই ঘটনায় কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিদিশা কলিতা বলেন, 'এলাকার কাউন্সিলর অনিতা কর মজুমদারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ হয়েছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' পাশাপাশি বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ কমিশনার যা বলার বলেছেন। উনি থানায় কথা বলতে আসেন। তারপর সেখানে বসে যান এবং পুলিশের কাজে বাধা দিতে থাকেন। যে কারণে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

পুজো কাটবে জেলেই, ৭ অক্টোবর পর্যন্ত পার্থ-অয়নের জেল হেফাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন শীলের ফের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত দুজনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে নগর ও দায়রা আদালতের বিশেষ সিবিআই কোর্ট।

উল্লেখ্য, শুক্রবার জেল হেফাজত শেষে দুই অভিযুক্তই ভার্চুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন। সিবিআই সওয়াল চলাকালীন আদালতকে জানান, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে যোগ পাওয়া গিয়েছে। এর পাশাপাশি সিবিআইয়ের তরফে এও জানানো হয়, অয়ন শীল চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অযোগ্য প্রার্থীদের কাছে থেকে টাকা তুলেছিলেন। সেই টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে পার্থ ঘনিষ্ঠের কাছে। এমনকি ইমেল মারফত পাঠানো হয়েছিল এই অযোগ্যদের নামের তালিকা। তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযুক্ত হিসেবে তদন্তের স্বার্থে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করা প্রয়োজন বলে দাবি সিবিআইয়ের।

প্রসঙ্গত, এই মামলায় গত মঙ্গলবারই পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অয়ন

শীলকে শ্যোন অ্যারেস্ট করে সিবিআই। এরপর সিবিআই হেফাজত মেয়াদ শেষে শুক্রবার মামলায় জামিনের আবেদন করেন পার্থর আইনজীবী। এই প্রসঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী আদালতকে জানান, মামলার আড়াই বছর অতিক্রান্ত। চূড়ান্ত চার্জশিট জমা পড়েছে। এই আড়াই বছরে কোনও জেরা করা হয়নি। ২০২১ সাল থেকে উনি মন্ত্রী নন। বিচার প্রক্রিয়া কবে হবে এখনও স্পষ্ট করেনি সিবিআই। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলায় আগামী সোমবার সিবিআইয়ের তরফে রিপ্লাই দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল।

প্রসঙ্গত, পুজো যে পার্থর জেলেই কাটতে চলেছে তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল বৃহস্পতিবারই। এদিন কলকাতা হাইকোর্টে পার্থর জামিন মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই বড় ইঙ্গিত দেন বিচারপতি। এসএসসি মামলায় জামিন হচ্ছে না রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। বিচারপতি তাঁর পর্যবেক্ষণে এদিন স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, পুজোর আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিন পাওয়া কার্যত অসম্ভব বলেই মনে করছেন তিনি।

জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করল না আদালত

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি চ্যালেঞ্জ করে জনস্বার্থ মামলার জরুরি শুনানি গ্রহণ করল না কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বরং পুজো অবকাশ বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদনের পরামর্শ দেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। কর্মবিরতিকে অবৈধ ঘোষণার আবেদন এবং জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করতে আবেদন করা হয়েছিল এই জনস্বার্থ মামলায়।

এক বেসরকারি সংস্থার ডিরেক্টর রাজু ঘোষ দাবি করেছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেই নির্দেশ না মেনে আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে পূর্ণ কর্মবিরতি করছেন তাঁরা। এতে আদালত অবমাননা হচ্ছে। এই মামলার দ্রুত শুনানির আর্জি তিনি কলকাতা হাইকোর্টে জানান। তবে সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়কের

ডিভিশন বেঞ্চ।

আদালত শুক্রবার স্পষ্ট জানিয়েছে, পুজোর পরে হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ বসলে সেখানে এই মামলার শুনানি হবে। এখনই তাড়াহুড়ো করে এই মামলার শুনানির প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না আদালত। অর্থাৎ পুজোর আগে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি নিয়ে কোনও নির্দেশই দেবে না কলকাতা হাইকোর্ট।

বঙ্গোপসাগরে ঘণীভূত নিম্নচাপ, পুজোর মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুজোর মধ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, চারদিনে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এদিকে, পুজোর চারদিন বৃষ্টি না ভোগালেও এই কয়েকদিন পিছু ছাড়ছে না। উত্তর বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে নিম্নচাপ। ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখার জোড়া প্রভাবে নিম্নচাপ তৈরি বঙ্গোপসাগরে। ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর বাংলাদেশ এবং উত্তরবঙ্গ লাগোয়া এলাকায়। অক্ষরেখা রয়েছে উত্তর প্রদেশ থেকে উত্তর বাংলাদেশ পর্যন্ত। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশ উপকূলে নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয়েছে। এর জেরে উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কোচবিহার এবং আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বাকি জেলাতেও তুমুল বৃষ্টি নামবে। বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে।

অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদ জেলাতেও আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, বীরভূম জেলায়। শনিবারেও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে কোচবিহার জেলায়। দার্জিলিং থেকে মালদা সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বৃষ্টির পরিমাণ কমতে পারে।

সমুদ্র উত্তাল থাকায় আগামী ২৪ ঘণ্টা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বওয়ার সম্ভাবনা। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায় ভূমিধসের আশঙ্কা রয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামতে পারে। নিচু এলাকা প্লাবিত হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে শস্যের। নদীর জলস্তর বাড়বে। দৃশ্যমানতা কমতে পারে।

উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের অবস্থা বেহাল। বাড়ি ঘর ছাড়াল ৮০টি পরিবার। বিগত কয়েকদিন ধরে পাহাড় ও সমতলে লাগাতার বৃষ্টিপাতের ফলে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে সমস্ত নদী গুলিতেই। ফলে ভাঙনও শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির অদূরে চমক ডাঙি গ্রাম সংলগ্ন এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা। আর তার কবলেই পুজোর আগে তলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক গ্রাম।

সম্পাদকীয়

গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সরকারকে সমষ্টিবদ্ধ ক্ষোভকে গুরুত্ব দিতেই হবে

আর জি করে ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে যে ভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে, সেটা বর্তমান রাজ্য সরকারের কাছে যেমন অস্বস্তির, তেমন অশনিসঙ্কেতও বটে। সেই অবস্থায় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে মানুষকে উৎসবে ফেরার যে বার্তা দিয়েছিলেন, তা মোটেই ভাল ভাবে গ্রহণ করেননি সাধারণ মানুষ। 'ফেরা'র উপদেশদ সম্পাদকীয়তে মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তাকে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ হিসেবে যে ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষকে উৎসবে ফেরার জন্য উপদেশের সঙ্গে পুজো কমিটিগুলোর উদ্দেশেও তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন; যদি কোনও পুজো কমিটি রাজ্য সরকারের দেওয়া অনুদান নিতে অস্বীকার করে, খুব ভাল কথা; অনেকেই আবেদন করে অপেক্ষায় আছে, তাদের যেন সেই টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। এক প্রকার নির্দেশের সুরেই এ বার থেকে পুজোর থিমের প্রতি নজরদারি রাখার জন্য পুলিশকেও তিনি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অমানবিকতাকে যিনি অপছন্দ করেন, সেই সংবেদনশীল মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে এই ধরনের বার্তা কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই প্রত্যাশা করেন না। তাই অনুরোধের ছলে উৎসব নিয়ে তাঁর সমস্ত বার্তা যে হুকুম বলেই মনে হয়, সেটা সঠিক ভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে সম্পাদকীয়তে। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, দুর্গাপুজো উপলক্ষে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসবের উপর অনেকের সারা বছরের উপার্জনের বেশির ভাগটাই নির্ভরশীল। তাই এই উৎসব বন্ধ হলে বা আড়ম্বরহীন হলে অনেকেই অসুবিধের মধ্যে পড়বেন। কিন্তু আন্দোলনরত নাগরিক সমাজ তো এক বারও পুজো বন্ধের আহ্বান জানায়নি। তা ছাড়া কোনও বিষয়ে অর্থ বরাদ্দ যখন প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, তখন যে-ভাবে সরকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য অনুদানের সুযোগ করে দিয়েছে, পুজো কমিটিগুলোর জন্য অনুদান বিলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এ ক্ষেত্রেও পুজোর উপর নির্ভরশীল মানুষের জন্য প্রশাসন অনুদানের সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। প্রশাসনের বিরুদ্ধেই যখন প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠছে, তখন এই অভিযোগ এড়িয়ে আন্দোলনের অভিমুখ রাজনৈতিক দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রয়াস মোটেই সমীচীন নয়। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত একটা সরকারের বিরুদ্ধে সামগ্রিক ক্ষোভকে গুরুত্ব দিয়ে এবং সাধারণ মানুষের ব্যক্তিজীবনের উপর নজরদারি না করে, প্রকৃত অপরাধীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ব্যবস্থাই একমাত্র প্রকৃত রাজধর্ম।

শব্দবাণ-৬৫

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কলাবউ ৪. হেঁট, আনত ৫. রুপো ৭. ব্যথার অনুভূতি ৯. দ্যুতি,দীপ্তি ১১. শ্রমিক।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দেহ ২. উপকারক, হিতকর ৩. নির্লজ্জ ৬. বিচারবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, রায় ৮. আকাশ ১০. এটা দিয়ে জ্বর ছাড়ে।

সমাধান: শব্দবাণ-৬৪

পাশাপাশি: ১. আনুষ্ঠানিক ৩. পরচা ৫. বিদেশ ৭.তরলা ৮. রজত ১০. মরণশীল।

উপর-নীচ: ১. আতর ২. নিশাবিহার ৩. পরত ৪. চাকলাদার ৬. শমিত ৯. জঙ্গল।

জন্মদিন

আজকের দিন

শতাব্দী রায়

১৯৬৪ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৬৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতাব্দী রায়ের জন্মদিন।
১৯৯৯ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ওয়াশিংটন সুন্দরের জন্মদিন।

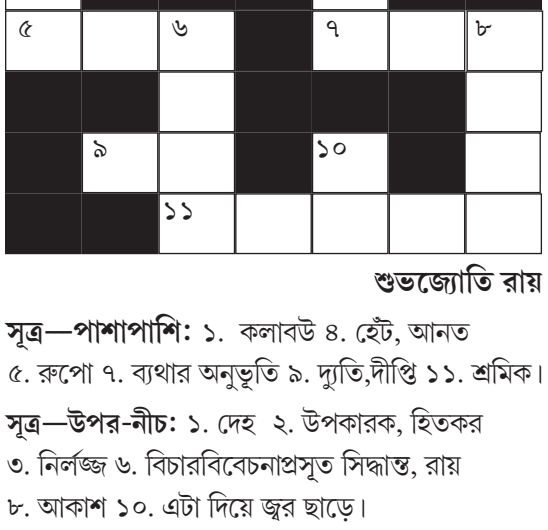

হ্যাঁ, না না; বিশেষজ্ঞদের চোখে ট্রাম-বিতর্ক

অশোক সেনগুপ্ত

কখনও লেখা; 'ট্রাম আস্তে চলে, যানজট হয় এটা সমস্যা নয়। সমস্যা হল বাস-অটো-টোটোর মতো ট্রাম থেকে 'তোলা' তোলা যায় না।' কখনও লেখা; 'কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম শুরু করেছিল ঘোড়ারা। শেষ করে দিল গাধারা'। কখনও বা লেখা; জ্যাম থেকে বাঁচার জন্য যদি ট্রাম তুলে দেওয়া হয়, স্ক্যাম থেকে বাঁচার জন্য দলটাকে তুলে দেওয়া উচিত'।

বড় হরফে একটার পর একটা পোস্ট কদিন ধরে আছড়ে পড়ছে ফেসবুকের দেওয়ালে। সে সব ভরে যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ায়। প্রায় সবেতেই সুর ট্রামের সমর্থনে। কেউ কেউ স্মৃতি রোমন্থন করছেন। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন ইওরোপের শহরগুলো যদি ট্রাম রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারে, কলকাতা কেন পারবে না? পাল্লা ভারি ট্রাম সমর্থকদেরই। অতঃ কিম?

মতামত সবারই আছে। কিন্তু দৃঢ়তা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার মতো যুক্তি পরিবেশনের লোক সে তুলনায় কম। যাঁরা ট্রামের পক্ষে তাঁরা মনে করেন, ট্রাম অবশ্যই কলকাতায় গণপরিবহণ হিসাবে থাকতে পারে। তাঁদের মূল হাতিয়ার পরিবেশবান্ধব যান, দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো এবং চিরাচরিত আবেগ। আর বিরোধীদের অস্ত্র মন্থর গতি এবং এর জন্য বাড়তি যানজট।

দীর্ঘকাল কলকাতা ট্রামের তাৎক্ষণিক প্রায় সবটাই সিটু অনুমোদিত 'ক্যালকাটা ট্রাম ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লইজ ইউনিয়ন'-এর কার্যকরী সভাপতি সুবীর বসুর নখদর্পণে। তাঁর দাবি, 'কলকাতার বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রাম গণপরিবহণ হিসাবে রাখা সহজসাধ্য নয়। বিতর্কিত কথাটা যদি সত্যি বলে ধরেও নিই, তার চেয়ে বেশি সত্যি ট্রামকে আরও অন্তত কয়েকটা দশক বাঁচিয়ে রাখা যায়। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা কখনও ট্রামকে কীভাবে বাঁচানো যায়, এই বাস্তবতা অনুভবের চেষ্টা করেনি। তাদের লক্ষ্য কীভাবে ট্রামের সম্পত্তি থেকে আয় করা যায়। কয়েক বছর আগে কলকাতার কিছু ট্রামডিপোর জমি হস্তান্তর করে সাড়ে তিনশ কোটি টাকা এলো। সেই টাকা কী খাতে, কারা খরচ করলো, তা আমরা জানার সুযোগ পেলাম না। এখন রাজ্য সরকার অপেক্ষা করছে বিভিন্ন ট্রামডিপোর বাকি জমির জন্য।'

আবার অন্যদিকে, পরিবহণক্ষেত্রের নির্ভরযোগ্য পরামর্শদান সংস্থা 'রাইটস'-এ দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক দক্ষ প্রযুক্তিবিদের মত ভিন্ন। তাঁর দাবি, 'সময়ের সাথে সাথে অনেক কিছুকেই বিদায় জানাতে হয়। বড় রেডিও, রেকর্ড প্লেয়ার, টেলিফোন সেট; একসময় এগুলো ছিল অভিজাতদের ঘরের আবশ্যিক বিলাসসামগ্রি। অনেকের স্মৃতি জড়িয়ে থাকত সে সবের সঙ্গে। এখন সে সব ইতিহাস। বাস্তবতার নিরিখে বহু ক্ষেত্রেই আবেগকে বিসর্জন দিতে হয়। আগে হলে গিয়ে সিনেমা দেখা ছিল সময় কাটানো বা আমোদের অত্যন্ত পরিচিত মাধ্যম। সেই যুগ নেই। তেমনই গণ-পরিবহণের চরিত্র বদলে গিয়েছে। এতে কৌলিন্য পেয়েছে মেট্রো রেল। দেশের নানা জায়গায় দ্রুত, পশ্চিমবঙ্গে ধীরে এর পরিসর বাড়ছে। ট্রাম এখন নিছকই সেকেলে যান।'

ওই প্রযুক্তিবিদের মতে, 'এখনকার যানগুলোর কাঠামো ইস্পাতের। ভেতরে এফআরপি-র (ফাইবার রিইনফোর্সড প্যানেলের) কাজ। এগুলো অনেক শক্ত আর তুলনায় হালকা। 'শার্প বেন্ডিং'-এর সহায়ক। ট্রামের পুরনো লাইন তুলে নিউ টাউন বা নয়া সম্প্রসারিত অঞ্চলে বসিয়ে এই ট্রাম চালানোর যে দাবি করছেন, তা বৈজ্ঞানিক এবং আর্থিক দিক থেকে ভিত্তিহীন।'

এই মতের সমর্থক প্রায় চার দশক এ রাজ্যের গণপরিবহণের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দুলাল চন্দ্র মিত্র। কর্মসূত্রে ছিলেন পূর্ব রেলের ডিআরএম, 'রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড' (আরভিএনএল)-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বর্তমানে 'ব্রেথওয়েট'-এর পরামর্শদাতা। তাঁর যুক্তি, 'যেভাবে জন এবং যান-এর বিস্ফোরণ হয়েছে, তাতে কোনওভাবে মান্ধাতার আমলের ট্রামকে সমর্থন করা যায় না।'

দুলাল চন্দ্র মিত্রর মতে, ট্রামে কিছু ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত শব্দদূষণ একটা বিচার্য বিষয়। এর মূল কারণ, বিয়ারিংয়ের মতো পুরনো, ভারি যন্ত্রাংশ। কিন্তু র্যাপিড ট্রানসিট সিস্টেমে পুরনো ট্রামের বদলে ইওরোপের মতো 'লাইট রেল' করানোর অসুবিধা কোথায়? তাঁর মতে, তএই প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। কারণ, দুটোর প্রযুক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। রেললাইন, পাওয়ার, ব্রেকিং সিস্টেম, বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবস্থা; কোনও কিছুতে মিল নেই। ট্রামলাইন তুলে নতুন পদ্ধতির প্রকল্প রূপায়ণ করতে গেলে যে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, সেটা আসবে কোথা

বড় হরফে একটার পর একটা পোস্ট কদিন ধরে আছড়ে পড়ছে ফেসবুকের দেওয়ালে। সে সব ভরে যাচ্ছে প্রতিক্রিয়ায়। প্রায় সবেতেই সুর ট্রামের সমর্থনে। কেউ কেউ স্মৃতি রোমন্থন করছেন। অনেকে প্রশ্ন তুলছেন ইওরোপের শহরগুলো যদি ট্রাম রক্ষনাবেক্ষণ করতে পারে, কলকাতা কেন পারবে না? পাল্লা ভারি ট্রাম সমর্থকদেরই। অতঃ কিম? মতামত সবারই আছে। কিন্তু দৃঢ়তা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করার মতো যুক্তি পরিবেশনের লোক সে তুলনায় কম। যাঁরা ট্রামের পক্ষে তাঁরা মনে করেন, ট্রাম অবশ্যই কলকাতায় গণপরিবহণ হিসাবে থাকতে পারে। তাঁদের মূল হাতিয়ার পরিবেশবান্ধব যান, দীর্ঘস্থায়ী পরিকাঠামো এবং চিরাচরিত আবেগ। আর বিরোধীদের অস্ত্র মন্থর গতি এবং এর জন্য বাড়তি যানজট।

থেকে? রেল লাইন ও আনুষঙ্গিক কাজে যেখানে কিলোমিটার-পিছু প্রায় ৯০ কোটি টাকা খরচ পড়ে, লাইট রেলে পড়বে এর অন্তত অর্ধেক।

নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে ইওরোপের মতো গতিশীল ট্রাম বা লাইট রেলে লগ্নি কি সত্যিই অসম্ভব? দুলালবাবুর বক্তব্য, তকলকাতায় যে সময় ট্রাম চালু হয়েছিল, সেই সময়ের নিরিখে রূপায়িত হয়েছিল এর যাত্রাপথ। এখন সেই পথে লাইট রেল প্রকল্প করা যাবে না। তবে, নতুন রুটে মেট্রো হয়েছে, হচ্ছে। গোটা দেশে সব রাজ্যে এই অর্থবরাদ্দ কেন্দ্র-রাজ্য অর্ধেক করে ভাগ করে নিচ্ছে। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে আর্থিক দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। কিন্তু কেন্দ্র হাত গুটিয়ে নেয়নি।

কয়েক দশক ধরে কলকাতা পুলিশের ট্রাফিক দফতরের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিকের মতে, 'কয়েক দশক ধরে যেভাবে গাড়ি বেড়েছে তাতে রাসবিহারী অ্যাভিনিউ-সহ কিছু জায়গায় ট্রামলাইনের পৃথক পথ উধাও হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু রুটে ট্রাম চালানো অসম্ভব হয়ে উঠছে। শিয়ালদায় বিদ্যাপতি সেতুর বয়স হয়েছে। তার ওপর দিয়ে ট্রাম চালানোয় আপত্তি জানানো হয়েছে।'

কলকাতা পুলিশের ওই পরিবহণ-বিশেষজ্ঞর মতে, 'ট্রামের পরিবর্তে ইওরোপের ধাঁচে আধুনিক গতিশীল ট্রাম চালানোর সম্ভাবনার কথা তৃণমূল আমলেই একবার ভাবা হয়েছিল। একটি অভিজ্ঞ সংস্থা লেনিন সরনি দিয়ে ফুটপাথের ওপর স্তম্ভ বসিয়ে তার ওপর লাইট রেল চালানো যায় কী না, তার সমীক্ষাও করে। অর্থ ছাড়াও যেটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়, প্রস্তাবিত স্টেশনগুলোর জন্য যে পরিমাণ জায়গা দরকার, ময়দান অঞ্চল ছাড়া কলকাতার ঘন বসতিপূর্ণ অধিকাংশ অঞ্চলের কোনও রাস্তায় সেই জায়গা নেই। এ ছাড়াও, কোনও প্রকল্প করতে গেলে রাস্তা আটকাতে হবে। সেটা কোনওভাবে সম্ভব নয়।'

দুলাল চন্দ্র মিত্র বলেন, 'ট্রামচালকের পাশে আগে বড় পাথরের চাঁই রাখা থাকত। কারণ জানতে চাওয়ায় চালক বলেছিলেন, ব্রেক ফেল করলে ট্রাম যাতে ঢালে গড়িয়ে না পড়ে, সে কারণে ওই সতর্কতাব্যবস্থা। পরিবহণমন্ত্রী জানিয়েছেন, ট্রামট্র্যাকের জন্য দুর্ঘটনা হচ্ছে। ডায়মণ্ডহারবার রোডে ট্রামট্র্যাক তুলে কংক্রিট করা হয়েছে। ট্রামরুটগুলোয় লাইট রেল বসানোর বাস্তবতা নেই। এখন মেট্রোই পরিবর্ত বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা। আবেগ দিয়ে ট্রাম চালু রাখার চেষ্টা আবেগসর্বস্বত।

এই বক্তব্যগুলো খণ্ডনের চেষ্টায় সুবীর বসু বলেন, তএটা ঠিক, ট্রাম বা এর যন্ত্রাংশ মান্ধাতার আমলের। কিন্তু এগুলোর স্থায়ীত্ব অনেক বেশি। ট্রামের একটা মোটর ৯০ বছর, একটা কন্ট্রোলার প্রায় ৫০ বছর চলে। ওভারহেড তার, কেবল, সাবস্টেশন-সহ ট্রামের যে পরিকাঠামো আছে, তার মূল্য এক হাজার কোটি টাকার ওপর। এসব আস্তে আস্তে সের দরে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া এগুলোর কোনও প্রতিস্থাপন মূল্য নেই।

সরকারের কথায় কলকাতায় আমাদের শ্রমিক-কর্মীরাই দৃষ্টিনন্দন এক বগির এসি ট্রাম তৈরি করেছিলেন। এগুলো তো বেশ চলছিলো! পড়ে থেকে থেকে নষ্ট হচ্ছে। আসলে যেটা বড় প্রশ্ন ট্রামকে বাঁচিয়ে রাখার কোনও রকম সদিচ্ছা কি সরকারের আছে?

সুবীর বসুর মতে, ট্রামের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হাইকোর্ট কমিটি তৈরি করে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল। সেই কাজ কি আদৌ হয়েছে?

বাইক/স্কুটার দুর্ঘটনার যুক্তি দেখিয়ে পুলিশ ট্রামলাইন তুলে দেওয়ার কথা বলছে। বাইক/স্কুটার তো বহুকাল ধরেই চলছে। আগে তো এ কারণে ট্রামলাইন তুলে দেওয়ার কথা হয়নি?

ট্রামের একটা বগির ওজন ১৩-১৪ টন। আর ছ'চাকার একটা পঞ্জাব ট্রাকের ওজন (সর্বোচ্চ ৫ কিলো পণ্য-সহ) ১৭ টন। প্রতি রাতে শিয়ালদহের ফ্লাইওভার দিয়ে অজস্র এরকম ট্রাক যাতায়াত করে। সেসবের জন্য সেতু ভেঙে পড়ার আশঙ্কা নেই! যত আশঙ্কা ট্রামের বেলা?

কিন্তু বিষয়গুলো সরকারকে কেন যুক্তি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেননি? সুবীরবাবুর জবাব, 'সব রকম চেষ্টা হয়েছে। এক বগির ১৬টি ট্রাম পড়ে আছে। দু'বগির পরিত্যক্ত ট্রাম থেকে আরও ৮০টি এক বগির ট্রাম তৈরি করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ২৫ লক্ষ টাকা করে ২০ কোটি টাকা পড়বে। ৮ বছর ধরে ট্রাম-ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। সেগুলো করা দরকার। সব হিসাব দাখিল করে সরকারের কাছে আর্জি জানানো হয়েছিলো ট্রামের পুনরুজ্জীবনের জন্য অন্তত ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করুন। রাজ্যের তরফে কেউ, কখনও আলোচনা করে মুস্কিল আসানের আন্তরিক চেষ্টা করেননি।'

রাজ্য পরিবহণ দফতরের এক আধিকারিকের দাবি, 'কোনও সরকার না ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নেয় না। আমজনতার একাংশ ট্রামের জমি বিক্রির ধুয়ো তুলে যে প্রতিবাদ করছেন, সেটা যাঁর যাঁর নিজস্ব মতামত। সমাজমাধ্যমে সবাই পণ্ডিত। একসময় রাজ্যের চটকলগুলো রমরম করে চলত। বন্ধ সেই কলগুলোর কত জমির কী হাল? ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলোর কত জমি ছিল, তার কতটুকু উৎপাদনের কাজে লাগছে? হিন্দুস্থান মোটর্সের জমিতে আবাসন নিয়ে বহু অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সেসবের নেপথ্যকাহিনী নিয়ে সেভাবে লেখালেখি হয়েছে? কোটি কোটি লোকের কোটি কোটি দাবি বা বক্তব্য থাকতেই পারে। কিন্তু সব কিছু বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবে সরকারই'।

ট্রামের আইনি কূট-তর্ক এখনও হাইকোর্টে ঝুলছে। কলকাতার রাজপথে গণপরিবহণ হিসেবে ট্রাম চলবে? নাকি ধর্মতলা-খিদিরপুর রুটে নস্ট্যালজিয়ার একটা লাইন হিসেবে থেকে যাবে? ইতিমধ্যেই আদালতে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। সেই মামলার রায়ই এখন ভরসা শহরের ট্রামপ্রেমীদের।ট্রামযাত্রীদের সংগঠন, ক্যালকাটা ট্রাম ইউজার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেবাশিস ভট্টাচার্য বলেন, ''শহরের রাস্তায় ট্রাম চলবে কি না, সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মহামান্য হাইকোর্ট। পরিবহণমন্ত্রী সরকারি মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তবে বিষয়টা এখনও বিচারাধীন। ট্রাম শুধু শহরের ঐতিহ্য বা ইতিহাসই নয়; নস্ট্যালজিয়াও। আমাদের ভরসা রয়েছে হাইকোর্টের ওপর।'

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাঁশের সাঁকো ভাঙায় শালী নদীতে ঝুঁকির পারাপার, দ্রুত পাকা সেতু নির্মাণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: চলতি বর্ষায় শালী নদী পারাপারের জন্য গত চার মাস আগে ভেঙেছে বাঁশের সাঁকো, নেই লাইফ জ্যাকেট, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকোয় করে নদী পারাপার করছে স্কুল পড়ুয়ারা, ক্ষুদ্র আট থেকে দশটি গ্রামের সাধারণ মানুষ, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসকের।

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের গোস্বামী গ্রাম সংলগ্ন শালী নদী পারাপারের জন্য ৮ থেকে ১০টি গ্রামের সাধারণ মানুষদের একমাত্র ভরসা ছিল বাঁশের সাঁকো। গত চার মাস আগে শালী নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেলে জলের তোড়ে সেই বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। তাই নদী পারাপারের এই মুহূর্তে একমাত্র ভরসা নৌকো। স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পারাপার করছেন। কোনও রকম লাইফ জ্যাকেট ছাড়াই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এবং সাধারণ মানুষ নৌকো করে যাতায়াত করছেন। এমতাবস্থায় প্রাণহানির মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে সেটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গোস্বামী গ্রাম, মামুদপুর, শালখারা, বৈকুণ্ঠপুর, ফরিদপুর সহ আট থেকে দশটি গ্রামের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে যাতায়াত থেকে শুরু করে কোনও রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে গেলে প্রতিদিন একরাশ আতঙ্ক নিয়ে নদী পারাপার করতে হয়। তাই দ্রুত শালী নদীর ওপর একটি পাকা সেতু তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন তারা।

বিষ্ণুপুর মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, 'নৌকোয় যাতায়াতের জন্য লাইফ জ্যাকেট যাতে ব্যবহার করে তার জন্য আমরা ওখানে লোক পাঠাচ্ছি। এছাড়াও তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের তরফে এই সমস্যার কথা জেলাতে পাঠানো হয়েছে। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান কী ভাবে করা যায় আমরা সব রকম ভাবে তার চেষ্টা করছি।'

সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার দুপুর দুপুরে কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে একটি স্কুটিতে চেপে দু'জন ত্রিলোকচন্দ্রপুর থেকে রাজবাঁধের দিকে যাচ্ছিলেন ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রামের পাকা রাস্তা ধরে। পাকা রাস্তায় জঙ্গলের মাঝে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারলে এক স্কুটি আরোহী ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে যান অন্যজন গড়িয়ে রাস্তার ধারে জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে। জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় পঞ্চানন বাউরি নামের ৫১ বছর বয়সি ব্যক্তির। অন্যদিকে সাগর বাউরি নামের ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে আহতকে উদ্ধার করে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। মৃত পঞ্চানন বাউরির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দু'জনের বাড়ি কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মোবারক গঞ্জে। স্কুটি চেপে দু'জন আত্মীয়র বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে রাজবাঁধ হয়ে বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঘটে দুর্ঘটনা। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তে জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩ ২১৬

যেহেতু,
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে **দাবি নোটিশের তারিখ ২৪.০৭.২০২৪ ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা মেসার্স অঞ্জলি ফিলিং স্টেশন, স্বত্বাধিকারী প্রণব কুমার দাস** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,১৮,৯৩,৩৮৬.৩৯ টাকা (এক কোটি আঠার লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশ ছিয়াশি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা)** টাকা **২১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** একত্রে উল্লিখিত সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৪.১০.২০২৪ তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, পুরুলিয়া শাখার** নিকট বকেয়া **১,১৮,৯৩,৩৮৬.৩৯ টাকা (এক কোটি আঠার লাখ তিরানব্বই হাজার তিনশ ছিয়াশি টাকা এবং উনচল্লিশ পয়সা)** টাকা **২১.০৭.২০২৪ অনুযায়ী** উল্লিখিত পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি অবস্থিত মৌজা : কেতিকা, জেএল নং ২৮৪, আরএস খতিয়ান নং ৩২২, আরএস প্লট নং ১০০ এবং ১০১, হোল্ডিং নং ৭০৯, প্রফেসর কলোনি, জে কে কলেজ বাই লেন, পুরুলিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৯, পো : পুরুলিয়া, থানা : পুরুলিয়া (টাউন), জেলা : পুরুলিয়া, পিন : ৭২৩১০১ এবং পরিমাণ ১৮০০ বর্গফুট (আনুমানিক)। উল্লেখ্য দলিল নং ১-১০১৩২। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : সুজিত দাস এবং অজিত দাসের ভবন, দক্ষিণে : শিব শঙ্কর হালদার, পূর্বে : কমল মিত্র এর ভবন, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক এবং সংলগ্ন ১৪ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ - ০৪.১০.২০২৪
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অভয়া কাণ্ডে প্রতিবাদের সুরে প্রাইমারি স্কুলের শারদীয় উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: আরজি করের প্রতিবাদের আঙ্গিকে উৎসব উদযাপন স্কুলের দেবীপক্ষ চলছে। রাজ্যের সমস্ত স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ছুটি আগেই প্রাক শারদীয়া উৎসব পালন করল হাওড়ার শ্যামপুরের জোয়ারকোল প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুক্রবার মিড ডে মিল খাওয়ার পর প্রাক-শারদীয়া উৎসবে মেতে উঠল কচিকাঁচারা। এই স্কুলের শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবক এদিন অংশ নেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষকরাও যোগ্য সঙ্গত দিলেন ছাত্র-ছাত্রীদের। তবে এই অনুষ্ঠানের মূল উপজীব্য ছিল আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ। প্রতিবাদের মোড়কে মঞ্চস্থ হল 'আধুনিক মহিষাসুরমর্দিনী' নৃত্য নাট্যটিও। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশু দলুই জানান, প্রতিবছরই প্রার্থী দিয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে এ বছর শারদীয়া উৎসবের আবহাওয়া একটু অন্যরকম। তাই আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদকে রূপকের আঙ্গিকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। শারদীয়া উৎসবে 'আধুনিক মহিষাসুরমর্দিনী' নৃত্য নাট্যটির মধ্যে ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর মহিষাসুর, দুর্গা, লদী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী এই ধরনের চরিত্র উপস্থাপিত হলেও অনুষ্ঠানটির স্ক্রিপ্টটি ছিল পুরোপুরি প্রতিবাদী। শুধু তাই নয়, বৃত্তের মধ্যে উঠে এসেছে অভয়া প্রসঙ্গ। একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় শারদীয়া উৎসবকে প্রতিবাদী মঞ্চ বানানোয় রীতিমতো মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে শ্যামপুর জুড়ে।

পুজো কমিটিগুলিকে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুজোর আগে পুজো কমিটিগুলিকে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ সোনামুখী ফায়ার ব্রিগেড দপ্তর।

দুর্গাপুজোর সময় মণ্ডপে এবং প্যান্ডেলে কোনও রকম অঘটন না ঘটে তার জন্য তৎপর রয়েছে প্রশাসন। প্রতিটি থানা এলাকার সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলির সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ে একাধিকবার আলোচনায় বসেছেন সরকারি আধিকারিকরা। বিশেষ করে যানজট এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

সেই মতোই শুক্রবার সোনামুখী ফায়ার ব্রিগেড দপ্তরের পক্ষ থেকে সোনামুখী, পাত্রসায়ের ও ইন্দাস ব্লকের সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত ১৭টি পুজো কমিটির সঙ্গে নিরাপত্তা বিষয়ক একটি আলোচনা সভা করা হয়। যেখানে পুজো মণ্ডপে এবং পুজো প্যান্ডেলে কোনও রকম অগ্নিসংযোগের ঘটনা না ঘটে তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও কারণবশত অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে থাকে, তা হলে কী ভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের সাহায্যে সোনামুখী ফায়ার ব্রিগেড দপ্তরে হাতেকলমে তার প্রশিক্ষণ দেন সোনামুখী দপ্তরের অফিসার ইনচার্জ অরিন্দম রায় সহ সহকর্মীরা।

দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। এই প্রশিক্ষণের পর তাঁরা অগ্নিসংযোগের বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন বলে জানান।

চেন্নাইয়ে মৃত চন্দ্রকোনার শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিবেন, মেদিনীপুর: চন্দ্রকোনার চেন্নাইয়ে কাজ করতে যাওয়া ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মধ্যে মৃত্যু হয়েছে এক জনের। অসুস্থ হয়ে চেন্নাই রাজীব গান্ধি গভর্মেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরো একজন। রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে সুস্থ হয়ে ১১ জন বাড়ি ফিরলেও, ফিরল না সমর খান।

দারিদ্রতার কারণে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে চন্দ্রকোনার মাংরুল গ্রামের উত্তর পাড়ার ১৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক চেন্নাইয়ে ধান রোয়ার কাজ করতে গিয়েছিলেন। তারা জানিয়েছেন, সেখানে কাজ না পেয়ে তারা ফিরে আসার চেষ্টা করেন। চেন্নাই সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে ১৩ জন শ্রমিক আসার পর তাদের মধ্যে পাঁচ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাদের ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় ৩২ বছর বয়সি সমর খানের। সত্য পন্ডিত নামে একজন এখনো চিকিৎসাধীন রয়েছেন। কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকরা জানিয়েছেন, সেখানে খাবার কেনার মতো তাদের পয়সা ছিল না। অসুস্থতার সঙ্গে তাদের অনাহারে কাটাতে হয়েছে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অনেক পরে সাহায্য মিলেছে বলে জানিয়েছেন তারা। বুধবার বিকেলে সমরের কফিনবন্দি মৃতদেহ তার চন্দ্রকোনার গ্রামে পৌঁছলে পরিবারের সদস্যরা কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু পিতা ও পুত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবা ও ছেলের। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার আঝাপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রের জানা গিয়েছে, বাসের সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর মহামায়া কোল্ড স্টোরের সামনে। মৃত্যু হয় দু'জনের। জানা গিয়েছে, সম্পর্কে তাঁরা বাবা ও ছেলে। বাবা ইসমাইল মণ্ডল (বয়স ৪৫ বছর) ছেলে আরশাদ মণ্ডল (বয়স ২০ বছর)। মৃতরা মেমারি থানার অন্তর্গত মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, বাইকটি মেমারির দিক থেকে জামালপুরে যাচ্ছিল। উলটো দিক থেকে জামালপুর থেকে মেমারির দিকে যাচ্ছিল একটি বাস। তাদের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামালপুর থানার আঝাপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

বহরমপুর মেন ব্রাঞ্চ
৩১৫, নেতাজি রোড, খাগরা
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১০৩

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০২.০৮.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী প্রণবেন্দু নন্দী,** পিতা কৃষ্ণপদ নন্দী **(ঋণগ্রহীতা)** ১৭৯, এ সি রোড, পোস্ট - খাগরা, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩ এবং যোধপুর এস্টেট (ইন্দ্রপ্রস্থ) ফ্ল্যাট নং এইচ ৬ষ্ঠ তল, ২৪/১৫/১ জয় চাঁদ রোড, পোস্ট খাগরা, বহরমপুর পুরসভা অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩ **জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : শ্রী মাধব ঘোষ** পিতা শ্রী তারাশংকর ঘোষ **(জামিনদাতা)** যোধপুর এস্টেট (ইন্দ্রপ্রস্থ) ফ্ল্যাট নং ১ডি, ২৪/৩২/৪/১ জয় চাঁদ রোড, পোস্ট - খাগরা, বহরমপুর পুরসভা অধীন, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০৩ **বহরমপুর মেন ব্রাঞ্চ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১২,৭৩,৮৩৩.০০ টাকা** (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, বহরমপুর মেন শাখার** নিকট বকেয়া **১২,৭৩,৮৩৩.০০ টাকা** (বারো লাখ তিয়াত্তর হাজার আটশ তেত্রিশ টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট অবস্থিত মৌজা : ৯৭ খাগড়া, খতিয়ান নং আরএস ১৯৩৮, এলআর ১২২,১৮১, ৩০০, ৫৯৭, ২৩৯, ৪৫৮, ৪৩৯, প্লট নং আরএস ১৯৫৯, এলআর ৩৬৪১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৭বর্গফুট ফ্ল্যাট নং এইচ, ৬ষ্ঠতলে, ১২০ বর্গফুট চারচাকার যান রাখার খোলা গ্যারাজ এবং ১০ বর্গফুট দ্বিচক্র যান রাখার স্থান একতলায় "যোধপুর এস্টেট" নামে ভবনে, বহরমপুর পুরসভা অধীন হোল্ডিং নং ২৪/১৫/১ জয়চাঁদ রোড, পো : খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪২১০৩, সম্পত্তির বিক্রয় দলিল নং ১২৫২৫ তারিখ ০৭.১২.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১২০৩-২০১৫, পৃষ্ঠা ১২৮৫১৩ থেকে ১২৮৫৪২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-বহরমপুর। **ভবন (যোধপুর এস্টেট) এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : লেআউট প্লট নং সিএইচএ, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।

তারিখ : ০৩.১০.২০২৪
স্থান : বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মেসার্স শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশন অধীন)
CIN No. U51909WB1996PTC078810
ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে কর্পোরেট দেনাদারের বিক্রয়
ডাক জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : সোমবার ২১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : শনিবার ২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে (বিকাল ৫টার আগে)
ই-নিলামের দিন, তারিখ এবং সময় : বুধবার, ৬ নভেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত
(প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ)
শ্রদ্ধা এজেন্সিস প্রাইভেট লিমিটেডের মালিকানাধীন সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রয় (লিকুইডেটরের অধীনে) লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ, মাননীয় এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর ২৮.০২.২০২৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এর আদেশ নং - IA (IB) No. 1424/KB/2023 CP (IB) No. 991/KB/2019-অধীনে।
ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in-এর মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা বিক্রয় করা হবে

সম্পদ	ব্লক	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি পরিমাণ (আইএনআর)	ডাক বর্ধিত পরিমাণ (আইএনআর)
বিক্রয় সুবিধা/ ব্লক এ				
বাণিজ্যিক সম্পত্তি, বেসমেন্ট আনুমানিক ৫১০০ বর্গফুট অবস্থিত এ, সূর্য অ্যাপার্টমেন্টস, ১৪/১ এবং ১৪/৭ ম্যাকেঞ্জি লেন, হাওড়া, এসি মার্কেটের নিকট, হাওড়া : ৭১১১০১	এ	১,৩৬,০৮,০০০ টাকা	১৩,৬০,৮০০ টাকা	৫০,০০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাদি :
১. ব্লক এ-র সমস্ত সম্পদ-এর বিশদ বিবরণ যেকোনো মুলতুবি আইনি মামলা ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে প্রকাশ করা হয়েছে এবং নিলামে অংশগ্রহণের আগে বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হবে।
২. এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর কোনো কারণ ব্যতীত এবং কোনো দায় ছাড়াই কোনো আগ্রহী পক্ষ/সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী/দরপ্রদাতাকে গ্রহণ এবং/অথবা গ্রহণ না করার এবং প্রক্রিয়াটি বাতিল বা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
৩. সফল দরদাতা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের পুরানো বকেয়া, সোসাইটির পুরানো রক্ষণাবেক্ষণ বিল/সমস্ত প্রযোজ্য কর, শুল্ক/স্থানান্তর চার্জ, ফি, জিএসটি ইত্যাদি বহন করবে।
৪. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড-এর অধীনে প্রণীত প্রবিধানের বিধান সাপেক্ষে বিক্রয় হবে। www.eauctions.co.in পোর্টালে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য দরদাতাদের নাম লিকুইডেটর চিহ্নিত করবেন। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রা লি. যোগ্য দরদাতাদের ইমেলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রদান করবে।
৫. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস লিমিটেড-এর মাধ্যমে ই-নিলাম কঠোরভাবে **'যেখানে যেমন আছে' 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' এবং 'কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'** পরিচালিত হবে। নিলামের সমস্ত শর্তাবলী www.eauction.co.in-এ উপলব্ধ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
৬. অংশগ্রহণকারীদের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বিড নথির বিশদ বিবরণ এবং ইএমডি অর্থপ্রদানের বিবরণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে বর্ণিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীচে দেওয়া ঠিকানায় নথিগুলির বা ইমেলের মাধ্যমে লিকুইডেটরের অফিসে পৌঁছাতে হবে।
৭. কেওয়াইসি সহ বিড ফর্ম/ইওআই জমা দেওয়ার শেষ তারিখ, যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করার জন্য নথিগুলি **সোমবার, ২১ অক্টোবর, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)** দাখিল করতে হবে। ইএমডি জমা হওয়া সাপেক্ষে ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের যোগ্যতা লিকুইডেটর দ্বারা **সোমবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে (বিকাল ৫টার পূর্বে)** ঘোষণা করা হবে।
৮. **ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/shradhaagencies.ip@gmail.com**-এ লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর ০৭.১০.২০২৪ থেকে ৩০.১০.২০২৪ পর্যন্ত সম্পদ/স্থান পরিদর্শনের সুযোগ দেওয়া হবে।
৯. ব্লক এ-র অধীনে উল্লিখিত সম্পদের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **শনিবার, ২ নভেম্বর, ২০২৪ (বিকাল ৫টার পূর্বে)।**
১০. নির্ধারিত সময় এবং সংশোধন উপযুক্ত দরদাতাদের যথা সময়ে জানানো হবে।
১১. যেকোনো প্রশ্নের জন্য, নীচে দেওয়া বিশদ বিবরণে লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগ করুন।

মনীশ জৈন
IBBI/IPA-001/IP-P00582/2017-2018/11023
২বি, গ্রান্ট লেন, রুম নং ৩০৩, ৪র্থ তল, বজরং কুঞ্জ, কলকাতা-৭০০০১২
ipcamanishjain@gmail.com/liquidation.shradhaagencies@gmail.com/
shradhaagencies.ip@gmail.com
মোবাইল নং ৯৮৩০২৪৮৬৮৪/৮৫৮২৮০৬২২১
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৫.১০.২০২৪

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য
হ্যান্ডক্রাফট স্বর্ণ অলংকার নির্মাণ শিল্প কাজে নিযুক্ত
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ(১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান/সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	এসসিজি এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড PAN : AAJCS8854Q CIN : U51900WB2006PTC109073
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১৭/৩ শম্ভু নাথ দাস লেন, এলপি ১০০/৮, দক্ষিণ সিঁথি কলকাতা-৭০০০৫০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	মডিউল ৪ এনডব্লিউ, ৫ম তল, এসডিএফ বিল্ডিং মণিকাঞ্চন এসইজেড, প্লট নং ১, ব্লক সিএন, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	নেই
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউল্ড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.scgexports@gmail.com caamith.gupta@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.scgexports@gmail.com caamith.gupta@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	৪ নভেম্বর ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৪ নভেম্বর ২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৯ নভেম্বর ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৯ নভেম্বর ২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের নিকট মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৩ ডিসেম্বর ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২ জানুয়ারি ২০২৫
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.scgexports@gmail.com caamith.gupta@gmail.com

স্বা/
সিএ অমিত গুপ্তা
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার এসসিজি এক্সপোর্টস প্রা. লি.
মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১ আগস্ট ২০২৪
যোগাযোগের ঠিকানা - ১০১, কনকিয়া অর্টিম ২, ক্রস রোড এ,
চাকালা এমআইডিসি, অন্ধেরি পূর্ব, মুম্বই - ৪০০০৯৩
ল্যান্ডমার্ক কোর্টইয়ার্ড মেরিয়ট-এর পিছনে
ইমেল : caamith.gupta@gmail.com; cirp.scgexports@gmail.com
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং - IBBI/IPA-001/IP-P00016/2016-17/10040
তারিখ - ৫ অক্টোবর, ২০২৪
স্থান - মুম্বই

SBI
এসবিআই আর অ্যান্ড ডিবি আরএসিসি বসিরহাট (৬২৯৮৪)
ইটিন্দা রোড, বসিরহাট, পো. এবং থানা - বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, ইমেল - sbi.62984@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৮.০৭.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **উত্তম কুমার দেওয়ান, পিতা প্রয়াত মণিমোহন দেওয়ান, গ্রাম এবং পোস্ট গোপালপুর, বাণী লাইব্রেরির বিপরীতে, থানা - হারোয়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং - ৭৪৩৪৪৫, পশ্চিমবঙ্গ** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৬,০৭,৩০৩.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ সাত হাজার তিনশ তিন টাকা) ১৮.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৯.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩৬,০৭,৩০৩.০০ টাকা (ছত্রিশ লাখ সাত হাজার তিনশ তিন টাকা) এবং ১৯.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
স্বত্বাধিকারী : উত্তম কুমার দেওয়ান, পিতা প্রয়াত মণিমোহন দেওয়ান, গ্রাম এবং পো : গোপালপুর, বাণী লাইব্রেরির বিপরীতে, থানা : হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৪৪৫, পশ্চিমবঙ্গ। -- সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক ৩.২১ কাঠা ৫.৩০ শতক,তদস্থিত বসবাসের ভবন, মৌজা : গোপালপুর, জেএল নং ৮০, তৌজি নং ২৩, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৬০, আরএস খতিয়ান নং ১৫১৩, ১৫১৪, পূর্ব এলআর খতিয়ান নং ২৫৬৮, বর্তমান এলআর ৩২১৮, গোপালপুর -১ পঞ্চায়েত অধীন, দলিল নং ১-৩৪৯১ -২০১৬ সালের, গ্রাম এবং পো : গোপালপুর, থানা : হাড়োয়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৪৪৫।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : চক্রবর্তীর খালি জমি; **দক্ষিণে :** তুলাবে চক্রবর্তীর খালি জমি; **পূর্বে :** শঙ্কর দাসের ভবন; **পশ্চিমে :** বাসন্তী দেওয়ানের ভবন।

তারিখ - ০১.১০.২০২৪
স্থান - গোপালপুর, হারোয়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই হোম লোন সেন্টার (এইচএলসি) বারুইপুর (৬৪২০২)
সাইট্রাস কোভ, ৩য় তল, কামালগাছি মোড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১০৩, ইমেল - sbi.64202@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার, বারুইপুর (৬৪২০২) অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০১.০৮.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা (১) **শ্রী মনোজ সরকার (পিতা মন্টু সরকার) এবং প্রয়াত পুতুল সরকারের আইনি উত্তরাধিকারীগণ (স্বামী মন্টু সরকার)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) এবং ০১.০৮.২০২৪ থেকে সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারী উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারী এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **২৭,২২,২১৯.০০ টাকা (সাতাশ লাখ বাইশ হাজার দুশো উনিশ টাকা) এবং ০১.০৮.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।**

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : মনোজ সরকার/ পুতুল সরকার
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং এফ-সি, পরিমাণ ৮৬১ বর্গফুট দোতলায় হোল্ডিং নং ১৬০, রাম রতন ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৭, রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা অধীন, অবস্থিত মৌজা : জেএল নং ৫৫, তৌজি নং ২৫১, পরগনা মেদান মাল্লা,আরএস খতিয়ান নং ১২১৪, ১২১৮, ১২৩১, ১৮০৬, ১৮১০, এবং ১২৩৬স আরএস দাগ নং ৫২৪, থানা : সোনারপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা : ৭০০১৪৯, পশ্চিমবঙ্গ।
চৌহদ্দি : উত্তরে : ফ্ল্যাট ডি; **দক্ষিণে :** সাধারণ স্পেস, **পূর্বে :** ফ্ল্যাট এ; **পশ্চিমে :** সাধারণ স্পেস।

তারিখ - ০৩.১০.২০২৪
স্থান - হোম লোন সেন্টার, বারুইপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ডায়মন্ড হারবার শাখা
২৮২, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা, কলকাতা - ৭০০ ০৩৪

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১০.০৭.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী তারাপদ ভৌমিক (প্রয়াত শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিকের স্বামী, জামিনদাতা এবং আইনি উত্তরাধিকারী -ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পিতা পুলিন চন্দ্র ভৌমিক, ৯২, নফর চন্দ্র দাস রোড, বেহালা, এসও - কলকাতা, **আরও** গ্রাম - রায়চক, পো. মাহেশ্বরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৬৮ **শ্রীমতি পূজা ভৌমিক (প্রয়াত শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা),** পিতা তারাপদ ভৌমিক, গ্রাম - রায়চক, পো. মাহেশ্বরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৬৮, **শ্রীমতি বৈশাখী ভৌমিক (প্রয়াত শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিকের কন্যা এবং আইনি উত্তরাধিকারী-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদাতা),** পিতা তারাপদ ভৌমিক, গ্রাম - রায়চক, পো. মাহেশ্বরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৬৮, **শ্রী মানিক গোপাল মুখার্জি (জামিনদাতা)** ৩৩, কালীপদ মুখার্জি রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০৮ **ডায়মন্ড হারবার শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৫,৩৮,১৯৫.০০ টাকা** (পনের লাখ আটত্রিশ হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা) **১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ডায়মন্ড হারবার শাখার** নিকট বকেয়া **১৫,৩৮,১৯৫.০০ টাকা** (পনের লাখ আটত্রিশ হাজার একশ পঁচানব্বই টাকা) **১০.০৭.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : রায়চক, জেএল নং ৪৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২,৪,৫ , এবং আরএস খতিয়ান নং ৬, এলআর খতিয়ান নং ২৪২, স্থানীয় নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো : মহেশ্বরা, থানা : ডায়মন্ড হারবার, পিন : ৭৪৩৩৬৮, এরিয়া ১৫ ১/৮ ডেসিমেল এবং ২৬ ১৫/৩২ ঢাকা এরিয়া দলিল নং ১১৬৪ তারিখ ২৩.০৩.১৯৮৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৩৮৩ থেকে ৩৮৮, সম্পাদিত এডিএসআর -ডায়মন্ড হারবার এবং দলিল নং ৪৯৬ তারিখ ০৯.০২.১৯৯০, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১০, পৃষ্ঠা ১০৯ থেকে ১১৪, সম্পাদিত এডিএসআর -ডায়মন্ড হারবার, **সুস্মিতা ভৌমিক এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সেচ ক্যানাল, দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পূর্বে : সেচ ক্যানাল, পশ্চিমে : সাধারণ গ্রামীণ সড়ক।

তারিখ :০৪.১০.২০২৪/স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	শ্রী সুমন ঝা (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বত্বাধিকারী মেসার্স রিয়া ফ্যাশন, পিতা শ্রী সর্বজিৎ ঝা, অহনা রিজেন্সি, ফ্ল্যাট নং সিডি/৪, ব্লক বি, বি বি ডি রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৩৩, পব, এবং শ্রীমতি সোনী ঝা, (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী সুমন ঝা, অহনা রিজেন্সি, ফ্ল্যাট নং সিডি/৪, ব্লক বি, বি বি ডি রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৩৩, পব, এবং মেসার্স রিয়া ফ্যাশন, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুমন ঝা, পিতা শ্রী সর্বজিৎ ঝা, ৩৮, নীলগঞ্জ রোড , ওয়ার্ড নং ৮, কলকাতা : ৭০০১০৯, পব। শাখা : রাধাগোবিন্দনগর এবং কোন্নগর শাখা।	০২.০৭.২০২৪ এবং ০৩.১০.২০২৪	৮১,২০,৫৮৪.০০/- টাকা (একাশি লাখ কুড়ি হাজার পাঁচশ চুরাশি টাকা) ০২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৪.১০.২০২৪ থেকে আরও সুদ বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ১২৮৮ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং সিডি/৪, ব্লক বি, ৫মতলে, "অহনা রিজেন্সি" নামক বহুতল ভবনে , মৌজা : কোতরং, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং ১৪৪৯, খতিয়ান নং ১২৪৭, এলআর দাগ নং ৩২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩১, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা , হোল্ডিং নং ৩৭৫/সি/১৮, বি বি ডি রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৮৪-২০১৯, তারিখ ৩১.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭১৮৯ থেকে ১৭২১২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, সুমন ঝা এর নামে। **(সম্পত্তি শ্রী সুমন ঝা এবং শ্রীমতি সোনী ঝা এইচবিএল তে বন্ধকদত্ত (এ/সি নং ৫০৪৬৮৩২২১৬২), প্রাথমিক জামিন হিসেবে এবং ২য় দায়বদ্ধ মেসার্স রিয়া ফ্যাশন এর এ/সি অনুযায়ী)**

তারিখ- ০৩.১০.২০২৪, স্থান- উত্তরপাড়া কোতরং
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI
এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড,
তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শান্তনু জানা এবং সর্বানী পানিগ্রাহী** গণেশকা-২, ফ্ল্যাট নং এ, ৩য়তল, ১৭৪/১৭৫, তালপুকুর রোড, পো : সরসুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১, ঘোষপাড়া বাজারের নিকট, এবং **আরও ঠিকানা :** ৭৭/১বি, বড়ে রায়পুর রোড, ৩য়তল, যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৩২। এবং **আরও ঠিকানা :** প্রযত্নে অশ্বিনী কুমার জানা, গ্রাম এবং পো : রামনগর, জেলা মেদিনীপুর(পূর্ব), পশ্চিমবঙ্গ : ৭২১৪৪১।	**তপশিল 'সি' (অংশ -১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪, পৃষ্ঠা ৯৮৬৩ থেকে ৯৮৯০, দলিলনং ০২০২০- ২০১৪ সালের, অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -১, কলকাতা অফিস -এআরএ -১,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ। **(অংশ ২)** **উল্লেখ্য প্রথম তপশিল অনুযায়ী** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ৪ কাঠা ১২ ছটাক ১৭ বর্গফুট কমবেশি এবং পাঁচিল, ভাড়াটিয়া এবং উত্তরাধিকারীগণের নির্মিত ভবন , সিএস এবং আরএস দাগ নং ২১৪, আরএস খতিয়ান নং ৩০৩, জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১, তৌজি নং ৩৫১, পরগনা : বালিয়া মৌজা : দক্ষিণ বেহালা, থানা : বেহালা, বর্তমানে ঠাকুরপুকুর, কলকাতা পৌর সংস্থার (সাউথ সুবার্বন ইউনিট) প্রেমিসেস নং ১৭৫, তালপুকুর রোড, কলকাতা : ৭০০০৬১, অ্যাসেসি নং ৪১-১২৬-২০-০১৭৫-৫, ওয়ার্ড নং ১২৬, এডিএসআর বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি উত্তরে :** কেএমসি চলার পথ, **দক্ষিণে :** বিক্রেতার নিজ জমি; **পূর্বে :** তালপুকুর রোড, **পশ্চিমে :** পুর সড়ক। **উল্লিখিত দ্বিতীয় তপশিল** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ, ৩য়তলে, গণেশখা-২ ভবন নামে পরিচিত , পরিমাণ ১০৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির সমানুপাতিক অংশ জমির প্রেমিসেস নং ১৭৫, তালপুকুর রোড, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা ৭০০০৬১, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন (সাউথ সুবার্বন ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৬, আরও বিস্তারিতভাবে প্রথম তপশিল অনুযায়ী উল্লেখিত মতে এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১০.০৯.২০২৪ এনপিএ তারিখ ১৮.০৭.২০২৪	**হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৩৬৮৯৭৬২১৪৩ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৩৬৮৯৮১০১৮৮ ৬,৭৪,৯৬৯ টাকা** (ছয় লাখ চুয়াত্তর হাজার নশো উনসত্তর টাকা) টাকা ০৯.০৯.২০২৪ অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০৫.১০.২০২৪
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেনা জওয়ানের বসত জমি দখলের অভিযোগ তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দলের প্রভাব খাটিয়ে এক সেনা জওয়ানের বসত জমি দখলের অভিযোগ উঠল মালদার এক তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে। এমনকী জমি দখলের প্রতিবাদ করায় ওই সেনা জওয়ানকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ইংরেজবাজার থানার কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাগবাড়ি লক্ষ্মীপুর এলাকায় এমন ঘটনাকে ঘিরেই ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই তৃণমূল নেত্রীর স্বামীর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ইংরেজবাজার থানার পাশাপাশি পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন আক্রান্ত সেনা জওয়ান মহম্মদ রাজ্জাক হোসেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব।

আক্রান্ত ওই সেনা জওয়ান মহম্মদ রাজ্জাক হোসেন বলেন, উত্তরাখণ্ডে তাঁর পোস্টিং। ২০০৯ সালে বাগবাড়ি লক্ষ্মীপুর এলাকায় তিনি পৌনে তিন কাঠা জমি কেনেন। দলের প্রভাব খাটিয়ে বর্তমানে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সহ সভানেত্রী হাসি খাতুনের স্বামী মহম্মদ আনারুল হক ওই জায়গা দখল করে নিয়েছে। জমির দখল নিতে গেলে সম্প্রতি তাঁকে পুলিশের সামনেই মারধর করা হয় বলে অভিযোগ সেনা জওয়ানের। ঘটনায় তিনি আবারও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ইংরেজবাজার থানায়। পাশাপাশি জমি ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি পুলিশ সুপার ও বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছেন। আক্রান্ত সেনা জওয়ান আরও বলেন, মালদার মানিকচক ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙন কবলিত বালুটোলা এলাকায় তার বাড়ি। এক ছেলে এবং দুই মেয়েকে নিয়ে বসবাস। যে কোনও মুহূর্তে গঙ্গায় তলিয়ে যেতে পারে তার বাড়ি। সেই কারণেই মালদা শহর লাগোয়া লক্ষ্মীপুর এলাকায় বাড়ি তৈরি করবেন বলে তিনি এই জায়গা কিনেছিলেন।

যদিও সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ওই তৃণমূল সহ সভানেত্রীর স্বামী মহম্মদ আনারুল হক। তিনি বলেন, ওই জমি তার। কোর্টের অর্ডার ছাড়া ওই জমিতে তিনি কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। এবিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি আধুর রহিম বক্সি বলেন, কে জমির ব্যবসা করছে আর কে কি করছে সেই সব বিষয়ে দল জানে না। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। প্রয়োজনে দল ও বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন, তৃণমূলের অঙ্গুলিহেলন ছাড়া পুলিশ কোনও কাজ করে না।

টাকা মেলা বন্ধ, আট বছর পর চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ আহত ইসিএল শ্রমিকের পরিবারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ২০১৬ সালে অণ্ডালের খাস কাজোড়া কোলিয়ারিতে কর্মরত অবস্থায় চোখে আঘাত পান ভিম মাহাতো নামে বছর আটান্নর এক ইসিএল কর্মী, তিনি এসডিএল অপারেটর হিসাবে কোলিয়ারিতে কাজ করতেন। আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে ২০১৬ সালে কর্মরত অবস্থায় এই খনির নীচে তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। ঘটনায় তাঁর চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। ইসিএলের হাসপাতালে দেখানোর পর তাঁকে চেন্নাইয়ের চোখের ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর চোখের জ্যোতি চলে যায় বলে দাবি পরিবারের।

সেই মুহূর্তে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু টাকা ইসিএলের তরফে ভীম মাহাতোর পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল বলে সূত্র মারফত জানা যায়। কোলিয়ারির ডাক্তাররা তাঁকে মেডিক্যালি আনফিট বলে ঘোষণা করেন। তারপর থেকে দীর্ঘ আট বছর তিনি একটা টাকা কোলিয়ার তরফে পেয়ে আসছিলেন। কিন্তু বিগত তিন মাস সেই টাকাও হয়েছে বন্ধ। আর সেই কারণেই শুক্রবার ওই কোলিয়ারির সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্ব দাঁড়াল আহত শ্রমিকের পাশে।

শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, যেহেতু ইসিএল কর্তৃপক্ষ তাঁকে মেডিক্যালি আনফিট ঘোষণা করেছে, তাই তাঁর পরিবর্তে পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এতগুলো বছরেও ইসিএলের বিভিন্ন দপ্তরে গিয়েও হয়নি কাজ বলে দাবি শ্রমিক সংগঠনের। আর সে কারণেই শুক্রবার সকাল থেকেই খাস কাজোড়া কোলিয়ারির ১০ নম্বর পিট চত্বরে আহত সেই শ্রমিককে এনে চাণকের সামনে শুইয়ে রেখে চলে বিক্ষোভ।

শ্রমিক সংগঠনগুলির দাবি, আহত শ্রমিকের পরিবারের একজনের চাকরি যদি ইসিএলের তরফে না দেওয়া হয়, তা হলে আগামী দিনে সমস্ত কাজোরা এরিয়ারের কাজকর্ম বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হবেন তাঁরা। যদিও এই ব্যাপারে কোনও ইসিএল আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দলনেত্রীর নির্দেশে বন্যা দুর্গতদের নতুন বস্ত্র উপহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষের জন্য পুজো উপহার দেওয়া হবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। লাগাতার বৃষ্টি ও ডিভিসি'র অতিমাত্রায় জল ছাড়ার কারণে বহু জেলা জলে ভাসছে। মানুষ অসহায় হয়ে পড়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলাও তার ব্যতিক্রম নয়। বনগাঁ মহকুমা কয়েকটি ব্লক জলমগ্ন। বসিরহাট নদীমাতৃক মহকুমা, সেখানেও জল বাড়ছে নদীগুলিতে। ফলে উৎসব মরসুমে প্রান্তিক মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ। সেই সব মানুষের কথা মাথায় রেখে এই শারদোৎসব কালে তাদের নতুন বস্ত্র উপহার দিতে দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন দলনেত্রী। সেই লক্ষেই 'বন্যার্ত মানুষের পাশে আছি উৎসবের উপহারে' এই ক্যাপশানে নতুন বস্ত্র উপহার দিতে চলেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস। সভাধিপতি তথা অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী জানান, দলনেত্রীর নির্দেশ উৎসবের আবহে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে আগামী রবিবার বনগাঁ ও বসিরহাট মহকুমার বেশ কয়েকটি বন্যাকবলিত জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মোট ১৬ হাজারের বেশি নতুন শাড়ি ও জামাকাপড় উপহার দেওয়া হবে। এর মধ্যে থাকছে ১২ হাজার শাড়ি ও ৪ হাজার জামাকাপড়। জামাকাপড়ের বেশিরভাগই শিশুদের। নারায়ণ গোস্বামী আরও জানান, প্রয়োজনে এই সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তার দলের কর্মীরা বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে আছে এবং থাকবে। সভাধিপতি সহ দলের বিভিন্ন পদাধিকারীরা জেলা যায়, ঘুরে ঘুরে পুজো উপহার বিলি করবে বলেও দলীয়ভাবে জানানো হয়েছে।

বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহকদের হয়রানি কমাতে বসানো হল 'কিয়স্ক'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার জন্য গ্রাহকদের হয়রানি কমাতে বসানো হল 'কিয়স্ক'। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর শহরের চৌমাথা মোড় এলাকায় এই 'কিয়স্ক' বসানো হয়। জানা গিয়েছে, গঙ্গারামপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দপ্তর চত্বরেই রয়েছে মূল বিদ্যুৎ দপ্তরটি। বিদ্যুতের বিল জমা দেওয়ার জন্য 'অনলাইন' ব্যবস্থার পাশাপাশি মূল অফিসে গিয়ে গ্রাহকরা বিল জমা দেন। তবে, সকলে অনলাইনে বিল পরিশোধ করার ক্ষেত্রে অভ্যস্ত না হওয়ার কারণে অনেক গ্রাহকই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে বিল জমা দেন। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার উদ্যোগে 'কিয়স্ক' বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের হয়রানি কমাতে গঙ্গারামপুর শহরের ক্ষুদিরাম মার্কেট এলাকায় এই 'কিয়স্ক' মেশিনটি বসানো হয়। ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে এদিন এই 'কিয়স্ক' এর শুভ উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকেরা। এ বিষয়ে গঙ্গারামপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশন ম্যানেজার মনোজিৎ ঘোষ জানান, 'কিয়স্ক মেশিনটি আমরা এমন জায়গায় নিয়ে এলাম যাতে সাধারণ মানুষ সহজে এখানে এসে তাঁদের বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে পারেন। সকাল ৮ টা থেকে রাত্রি ১০ টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল জমা দিতে পারবেন।'

সদ্যোজাত উদ্ধারে চাঞ্চল্য ভাতারে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক সদ্যোজাত উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমানের ভাতারে।

ভাতারের বাউরিপাড়া এলাকায় সদ্যজাত এক শিশু উদ্ধার হয়। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা শুক্রবার গ্রামে পৌঁছন। শিশুটিকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে সদ্যোজাতর কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় এলাকার মানুষ। ছোটাছুটি করে ভাতারের বাউরিপাড়া এলাকার মানুষজন। কোথা থেকে এই কান্না আসছে প্রথমে তা নিয়ে কিছুটা ভয় হয়। এরপর পাড়ার মানুষ যখন একত্রিত হয়ে যেদিক থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে সেই দিকে এগোতে কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা যায় কচু জমির মধ্যে পড়ে রয়েছে একটি সদ্যোজাত শিশু। সেটা ছিল পুত্রসন্তান।

তড়িঘড়ি শিশুটিকে ভর্তি করেন আশাকর্মীর সদস্যরা ভাতার ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। ঘটনার খবর দেওয়া হয় ভাতার থানায়। ভাতার থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তবে কী ভাবে ওই শিশু সেখানে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার স্বাস্থ্য দপ্তরের একদল কর্মী ভাতার বাউরিপাড়ায় গিয়ে শিশুর প্রকৃত মাকে খুঁজতে বাড়ি বাড়ি সার্ভে করেন। এলাকার বাসিন্দারা এই ঘটনায় দোষীর কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন জেলা পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন জেলা পুলিশ সুপার। শুক্রবার বালুরঘাটে নিজের দপ্তরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জেলা পুলিশ সুপার বালুরঘাট শহরের পুজোর গাইড ম্যাপের সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ছাড়াও হাজির ছিলেন অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিকচন্দ্র মণ্ডল, ডিএসপি হেড কোয়ার্টার বিক্রম প্রসাদ, বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা। জানা গিয়েছে, এবারে দর্শনার্থীদের সুষ্ঠুভাবে পুজো দেখার জন্য পুজোর সময় যানবাহন চলাচলের উপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। বালুরঘাট টাউনের মধ্যে কিভাবে টোটো-সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করবে, কখন কখন চলাচল করতে পারবে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলেন পুলিশ সুপার। অর্থাৎ, কীভাবে দর্শনার্থীরা যাতায়াত করবেন, সেই নিয়ে বিস্তারিত এই ম্যাপে দেওয়া রয়েছে। এবিষয় জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'প্রতিবছরের মতো এ বছরও আমরা পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশ করলাম। পুরো শহরের গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ চাইলে কিউআর কোড স্ক্যান করে গাইড ম্যাপ ডাউনলোড করে নিতে পারেন।'

দামোদরে জেলেদের জালে এক কেজির ইলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: দামোদর নদে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে উঠে এল এক কেজি ওজনের ইলিশ মাছ। দামোদর নদের মিঠা জলে ইলিশ মাছ পাওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে।

বৃহস্পতিবার সকালে বেশ কিছু মৎস্যজীবী জাল নিয়ে দামোদর নদে মাছ ধরতে শুরু করেন। বেশ কয়েকবার দামোদর নদে জাল ফেলতেই জালে উঠে আসে রুপোলি ইলিশ। জালে ইলিশ মাছ উঠে আসায় স্বাভাবিক ভাবেই খুশি মৎস্যজীবীরা। এরপর সেই মাছ নিয়ে আসা হয় জামালপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন মাছ বাজারে। সেখানে শুরু হয় মাছের নিলাম। ২১০০ টাকা কেজি দরে দাম হয় ইলিশ মাছের। দামোদর নদ থেকে ইলিশ মাছ উদ্ধারের খবরে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।

এলাকার বহু মানুষ ইলিশ মাছ দেখতে মাছ বাজারে ভিড় করেন। মৎস্যজীবীরা জানিয়েছেন, বর্ষার সময় সচরাচর ইলিশ মাছ দামোদর নদ হয়ে ওপরের দিকে উঠে আসে। বহুকাল আগে বুদবুদের রণডিহা ড্যামে বর্ষাকালে ইলিশ মাছের দেখা পাওয়া যেত। বর্তমানে দামোদর নদে ইলিশ মাছ না উঠলেও, এদিন হঠাৎ করে ইলিশ মাছ পাওয়ায় লাভের মুখ দেখতে পারবেন বলে আশা মৎস্যজীবীদের। ক্রেতারা জানিয়েছেন, বাজারে যে ইলিশ মাছ আসে তা কবে ধরা হয় তাঁদের জানা নেই। তবে নিজেদের এলাকায় এইভাবে টাটকা ইলিশ মাছ পাওয়া গেলে সেই মাছ কেনার জন্য সকলের মধ্যে হুড়োহুড়ি লাগতেই পারে।

বজ্রপাতে মৃত্যু কৃষকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার মোলকারি গ্রামে নিজের জমিতে চাষ করতে গিয়ে বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক কৃষকের। মৃত কৃষকের নাম বসন্ত লোহার বয়স আনুমানিক ৫৯ বছর। বাড়ি বিষ্ণুপুর থানার মোলকারি গ্রামে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার বিকেল আনুমানিক চারটের সময় গ্রামের পাশেই নিজের জমিতে চাষাবাদ করতে যায় ওই কৃষক। তখনই এলাকায় মুষলধারে বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয়। সেখানেই আচমকা একটি বজ্রপাতে জমির পাশে আলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ওই কৃষক। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এমনটাই অনুমান পরিবারের। তাঁর মৃতদেহ দীর্ঘ সময় জমির পাশে পড়েছিল। দীর্ঘক্ষণ ওই কৃষক বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেন বিভিন্ন প্রান্তে। রাত্রি আটটা নাগাদ স্থানীয়রা দেখতে পান ওই কৃষক পড়ে রয়েছে জমির পাশে আলে। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শুক্রবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে। স্বাভাবিক ভাবেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া।

ঘটে দেবী দুর্গা পূজিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বড়জোড়ার সাহারজোড়া গ্রামে মাটির মূর্তি তৈরি করে দুর্গাপূজা করা সম্পূর্ণ রুপে নিষিদ্ধ। পুজোর চারটি দিন এখানে মহামায়া মন্দির চত্বরে আলাদা ভাবে ঘটে দেবী দুর্গা পূজিতা হন।

এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অনেক কাল আগে এই গ্রামের মাঠে এক কৃষক জমিতে লাঙ্গল দিচ্ছিলেন। সেই সময় তার লাঙলের ফলায় এক প্রস্তর খণ্ডে আঘাত লাগে। এই ঘটনার পরপরই জমি রক্তে লাল হয়ে যায়। ভীত সন্ত্রস্ত চাষি লাঙল উঠিয়ে বাড়ি ফিরে যান। পরে স্থানীয় রাজাকে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন ও সেখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে মহামায়া হিসেবে নিত্য পূজার নির্দেশ দেন। পরবর্তী সময়ে গ্রামের এক শ্রেণির যুবক মাটির দেবী প্রতিমা এনে দুর্গাপূজা করার চেষ্টা করলে ব্যর্থ হন। দৈব নির্দেশে তখন থেকেই গ্রামে প্রতিমা এনে দুর্গা পূজা নিষিদ্ধ হয়। তবে ওই মন্দির চত্বরেই আলাদা একটি টিনের ঘরে ঘট স্থাপন করে দেবী দুর্গার আরাধণা করার প্রথা এখনও চলে আসছে। মন্দিরের পুরোহিত বাসুদেব রায় আদ্যাশক্তি মহামায়ার পূজা শুরুর ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন, দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন। 'মা কাউকে খালি হাতে ফেরান না, সকলের মনোস্কামনা পূরণ করেন।' পুজোর চারটি দিন আলাদা ভাবে ঘট স্থাপন করে দেবী দুর্গার পূজা করা হয়। এখানে পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট জলঘড়ি দেখে সন্ধিপূজার সময় নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও গ্রামের মোড়ল পাড়ার পুকুর পাড়ে যে শাঁখারির কাছ থেকে 'মা' শাঁখা পরেছিলেন, সেই শাঁখারির পরিবার এখনও নিয়ম করে পূজার সময় শাঁখা পৌঁছে দিয়ে যান বলে তিনি জানান।

ভক্তি আর শ্রদ্ধার মিশ্রণে আজও অমলিন দেবী দুর্গার আরাধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গঙ্গায় নিলাম হওয়া বাণিজ্যিক জাহাজ কিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছিল পাল বংশের বিলিতি বস্ত্রের ব্যবসা, তারপর থেকেই শুরু হয় জমিদারিত্ব, শুরু হয় দুর্গাপুজো, বাঁকুড়ার ইন্দাসের পাল জমিদার বাড়ির ২৫৫ বছরের দুর্গাপূজার ইতিহাস।

আলোর রোশনাই, নহবতের সুর, শৌখিন যাত্রাপালা, রামলীলা, পুতুল নাচ আর কবিগানের আসরে জমজমাট পুজো মণ্ডপ। এলাকার জমিদার দু'হাত ভরে প্রজাদের তুলে দিচ্ছেন নতুন বস্ত্র। হিন্দু, মুসলিম, জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে পাত পেড়ে পুজোর প্রসাদ খাচ্ছেন। আজ সেই সব ইতিহাস। কাপড়ের সেই ব্যবসা নেই। নেই জমিদারি। নেই সেই সাবেকি আয়োজন। তবুও ভক্তি আর শ্রদ্ধার মিশ্রণে আছে পুজো। ২৫৫ বছর আগে এই পুজো শুরু করেছিলেন চন্দ্রমোহন পাল। আজও নিজেদের মতো করে এখনও মাতৃ আরাধনায় মেতে ওঠেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের সোমসার জমিদার বাড়ির বর্তমান সদস্যেরা।

দামোদর আর শালী নদীর সঙ্গমস্থলে সমৃদ্ধশালী জনপদ সোমসার। বাঁকুড়ার ইন্দাসের এই গ্রামের পালেরা একসময় কলকাতায় বিলিতি বস্ত্রের ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। তৎকালীন সময় হঠাৎ করে একদিন চন্দ্রমোহন পাল গঙ্গা নদীর তীরে দেখতে পান ১০০ বিশাল বাণিজ্যিক জাহাজ নিলাম চলছে। সেখানে তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং সেই জাহাজ তিনি কিনে নেন। তারপর থেকেই পাল বংশের বিলিতি বস্ত্রের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে।

আর সেই সূত্রেই দামোদর তীরবর্তী সোমসার গ্রামে গড়ে উঠেছিল পালেদের সুবিশাল জমিদারি। আর সেই জমিদারির সূত্র ধরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন দেবী দুর্গা। কিন্তু এখন সেসব ইতিহাস। জমিদারি প্রথার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই পাল পরিবারের সেই অতীতের বনেদিয়ানা না থাকলেও কোনও রকমে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন বর্তমান বংশধরেরা।

কথিত আছে, সোমসারের পালেরা বিলিতি বস্ত্র ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সুবিশাল জমিদারি পত্তন করেছিলেন। সোমসার এলাকায় মোট ছ'টি তালুক কিনেছিলেন তারা। জমিদারী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জমিদার বাড়িতে শুরু হয় দুর্গাপুজো। একসময় এই বংশের চন্দ্রমোহন পালের হাত ধরে পালেদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল আজ সেসব ইতিহাস।

শোনা যায়, এই চন্দ্রমোহন পাল নিজের ব্যবসার প্রয়োজনে কলকাতার গঙ্গা নদীতে চাঁদপাল ঘাট নামে একটি ঘাট নির্মাণ করেন। যে ঘাটে বিদেশ থেকে জলপথে কাপড় ভরতি জাহাজ এসে থামতো। পুজোর ঠিক আগে এখানকার প্রজাদের জন্য সরাসরি কলকাতা থেকে জলপথে কাপড় বোঝাই বজরা এসে থামত সোমসার সংলগ্ন দামোদরের ঘাটে। কলকাতা সহ বর্ধমানে বিশাল বিশাল বাড়ি সহ জমিদারি পরিচালনার জন্য সোমসার গ্রামেও ছিল সুদৃশ্য বিশালাকার বাড়ি। কিন্তু এখন

সোমসারের সেই পলেস্তারা খসে খসে পড়ে।

সাধ্যের অভাবে বর্তমান বংশধরেরা সেই ঐতিহ্যবাহী বাড়ি সংস্কারের কাজেও হাত লাগাতে পারেননি। কিন্তু এতও সবের পরেও একটা ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছেন সোমসারের জমিদার বাড়ির সদস্যরা। সেই সময় ব্যবসার প্রয়োজনে যে যেখানেই থাকুন না কেন পুজোর চারদিন সোমসারে ঠিক পৌঁছে যেতেন। সেই ধারাবাহিকতা মেনে বর্তমান প্রজন্মও কর্মসূত্রে পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন পুজোর দিনগুলিতে ঠিক বাড়িতে উপস্থিত থাকেন। আগে যেখানে আলোর রোশনাই, রামলীলা, কবিগানের আসরে সোমসারের জমিদার বাড়ির পুজো মণ্ডপ গমগম করত। এখন সেসব ইতিহাস। সাধ থাকলেও সাধ্যের অভাবে সেসব বন্ধ হয়েছে। তবুও ঐতিহ্যের টানে এখনও অসংখ্য মানুষ প্রাক্তন হয়ে যাওয়া সোমসার জমিদার বাড়ির পুজোতে অংশ নেন।

থিম সময়, মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখা মিলবে নানা মাপের ঘড়ির সমাহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পুজো মণ্ডপে প্রবেশ করলে চতুর্দিকে থাকবে নানা ধরনের ঘড়ি। ছোট থেকে মাঝারি এবং বিশাল আকৃতির ঘড়ি তৈরি করেই গড়ে তোলা হচ্ছে এবারের মালদা শহরের হিমালয়ের সংঘের পুজো মণ্ডপটি। মালদা শহরের ইংরেজবাজার পুরসভা ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কুতুবপুর হিমালয়ের সঙ্গে এবারে থিম 'সময়'। জীবনে চলার পথে সময়ের যে গুরুত্ব রয়েছে, সেটিকে তুলে ধরছেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সদস্যরা। এছাড়াও পুরো বিশ্বকে যে মহাদেব শিব কন্ট্রোলিং পাওয়ার করছেন, পুজো মণ্ডপে তাঁর একটি বিশাল মূর্তিও গড়ে দর্শনার্থীদের বোঝানো হবে। বিভিন্ন ভাবে ঘড়ির মাধ্যমে সময়কে তুলে ধরেই তার গুরুত্ব বোঝানোর উদ্যোগ নিয়েছে কুতুবপুর হিমালয় সংঘের কর্মকর্তারা। এবারে এই পুজোর ৭৫ তম বর্ষ। পুজোর বাজেট কাটছাঁট করে মানিকচক ব্লকের ভুতনি এলাকার গঙ্গায় বানভাসিদের জন্য আর্থিক সাহায্যেরও উদ্যোগ নিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবের কর্মকর্তারা।

কুতুবপুর হিমালয় সংঘের সদস্য বাণেশ্বর দাস বলেন, মানুষ শত চেষ্টা করেও সময়কে থামিয়ে রাখতে পারছে না। জীবনে চলার পথে সময়ের কতটা গুরুত্ব রয়েছে সেটাই আমরা বিভিন্ন ঘড়ির মাধ্যমে তুলে ধরছি। এছাড়াও আমাদের যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই মহাদেব শিবের একটি মূর্তি এই পুজো মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। সাবেকি ধাঁচে দেবী দুর্গা প্রতিমা গড়া হয়েছে। এবারের পুজোর বাজেট প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। সেখান থেকেই কাটছাঁট করে ভুতনির বানভাসিদের আর্থিক সাহায্যর জন্য একটি চেক জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। পাশাপাশি এবারের পুজোয় নজর কাড়া থিমের জেরেই দর্শনার্থীদের আকর্ষণ বাড়বে বলেও দাবি ওই ক্লাবের সদস্যদের।

বাগদি মেয়ের রূপ ধরে মা দুর্গা আসেন গোঘাটের মুখার্জি বাড়িতে

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● আরামবাগ

আরামবাগ মহকুমার বনেদি বাড়ি ও সাবেকিনা পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হল গোঘাটের বদনগঞ্জ পূর্বপাড়া মুখার্জি বাড়ির দুর্গা পুজো। এই বছর তাদের এই পুজো ৫৫৪ বছরের পদার্পণ করল। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছরের মতো এই বছরও রীতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে মুখার্জি বাড়ির পুজোপাঠ হচ্ছে। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, এই পরিবারটি কোনও জমিদারি ভোগ করত না। কিন্তু মধ্যসত্ত্বভোগী ছিল বলে জানা গেছে। সে সব এখন অতীত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তবে মা দুর্গার আরাধনাকে কেন্দ্র করে এক অলৌকিক ঘটনা আজও এলাকার মানুষের মুখে মুখে ঘোরে। আজও এই প্রাচীন সাবেকিয়নার রীতি মেনে আম দিয়ে শোল মাছের টক দেওয়া থেকে শুরু করে চ্যাং মাছের ঝোল করে মাকে অন্ন ভোগ দেওয়া হয়। মুখার্জি পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রত্যেক দিন মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী আজও ভোগ রান্না করে পুজোর চারটে দিন খাওয়ানো হয়। মুখার্জি পরিবারের এক প্রবীণ সদস্যর দাবি, প্রায় ৫৫৪ বছর আগে এক কল্পনাতীত ঘটনা ঘটেছিল এই দরিদ্র মুখার্জি পরিবারে। নিঃসন্তান অবস্থায় মুখার্জি পরিবারে এক দম্পতি বাস করতেন। বয়স সত্তর বছর পেরিয়ে গেলেও তাদের সন্তান হয়নি। তবে তারা মা দুর্গার ভক্ত ছিলেন। ধর্মপ্রাণ এই বৃদ্ধ দম্পতি ভগবানের নাম গান করেই বেঁচে থাকতেন। একদিন সন্ধিপুরের সরকার বাড়ির মা দুর্গার অন্ন ভোগ খেতে ইচ্ছা করে। সেখান থেকে মা দুর্গা বাগদি মেয়ের রূপ ধরে দুর্গা পুজোর সমস্ত জিনিস ও অন্নভোগের দ্রব্য সহ স্বশরীরের দরিদ্র মুখার্জি বাড়িতে হাজির হন। কিন্তু বৃদ্ধ দম্পতি তাকে মেয়ের মতো করে আপন করে নেয় এবং তাকে জানায়, পুজো হলেও আগামী বছর বা তারপর কিভাবে মায়ের আরাধনা হবে। তারা তো নিঃসন্তান। এই কথা শুনে মা দুর্গার আশীর্বাদে সত্তর বছর বয়েসে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। নাম দেওয়া হয় গৌরি শঙ্কর মুখার্জি। সেই থেকেই পুজো শুরু হয়, এমনটাই জানান ওই বংশের প্রবীণ মানুষেরা। সবমিলিয়ে গোঘাটের বদনগঞ্জের মুখার্জি বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি বেশ চোখে পড়ার মতো।

বড় স্কোরের ম্যাচই হতে পারে সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে

নিজস্ব প্রতিনিধি: শ্রীমন্ত মাধবরাও সিন্ধিয়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামের মাঝমাঠে সঞ্জু স্যামসন উইকেটকিপিং অনুশীলন করছিলেন। পাশেই বাংলাদেশ-ভারত টি-টোয়েন্টি ম্যাচের জন্য নির্ধারিত উইকেট। সেটি আবার ঢেকে রাখা হয়েছে অদ্ভুতভাবে। নীল রঙের চট দিয়ে পুরো ২২ গজ লুকায়িত।

অনুশীলন শেষে ড্রেসিংরুমে ফেরার আগে সে চট উল্টে উইকেটটি একটু দেখে নিলেন স্যামসন। ভারতীয় দলের ঐচ্ছিক অনুশীলনে স্যামসন ছাড়াও এসেছেন হর্ষিত রানা, জিতেশ শর্মা ও মায়াঙ্ক যাদব। মূল উইকেটের পাশের নেটে হয়েছে তাঁদের অনুশীলন।

বাংলাদেশ দলও মূল উইকেটের পাশেই অনুশীলন করেছে। সন্ধ্যায় নাজমুলদের অনুশীলন করার কথা। প্রথম দিনের অনুশীলন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন এই মাঠে বড় স্কোর হতে যাচ্ছে।

মাঝ মাঠ থেকে লিটন-হৃদয়-রিশাদদের বড় বড় ছক্কা আছড়ে পড়ছিল গ্যালারিতে। স্পিনারদের বল যাচ্ছিল সোজা, পেসাররা সুইং পাচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বল ব্যাটে আসছিল সহজেই। ৬ অক্টোবরের ম্যাচেও যে বড় রান হবে, নেটের উইকেটে যেন সেই আভাস।

এ মাঠের টি-টোয়েন্টি রেকর্ডেও আছে বড় রানের পূর্বাভাস। মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্মকর্তা জানান, গত জুনে এ মাঠে হয়ে যাওয়া মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট লিগের (এমপিএল) ১২ ম্যাচের মধ্যে দুই শ হয়েছে চারবার। বাংলাদেশ-ভারত ম্যাচেও এ রকমই স্কোর হবে বলে আশা সেই কর্মকর্তার, 'পিচ বদলানোর সুযোগ নেই। এখানে ভালোই রান হবে ধরে রাখেন।'

এমপিএলের ফাইনাল ম্যাচের কথা মনে করিয়ে দিলেন সেই কর্মকর্তা। গোয়ালিয়র চিতার করা ৭ উইকেটে ১৯৩ রান মালওয়া পেন্থার ১ বল বাকি থাকতেই টপকে যায়।

টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে তো জাবালপুর লায়ন্স ৪ উইকেটে করেছিল ২৪৯ রান, জবাবে ভোপাল লেপার্ড করেছিল ২১৬ রান। পুরো টুর্নামেন্টে প্রথম ইনিংসে গড় রান হয়েছে ১৭১, দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫০।

মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সেই কর্মকর্তার দাবি, 'টুর্নামেন্টের শেষের দিকে তিন-চারটা ম্যাচ বৃষ্টির কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। না হলে গড় রান আরও বেশি হতো।'

মধ্য প্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনও বড় রান চায়। নতুন এই স্টেডিয়ামের আন্তর্জাতিক অভিষেকে রোমাঞ্চকর ম্যাচ উপহার দিতে চান আয়োজকেরা।

দুশো হল না অভিমন্যুর, শতরান হাতছাড়া জুরেলের, ইরানি কাপ জেতার সুযোগ দু'দলের কাছেই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইরানি কাপের চতুর্থ দিনের শেষে মুম্বই এগিয়ে ২৭৪ রানে। তবে হাতে পড়ে মাত্র ছ'উইকেট। যা অবস্থা তাতে শেষ দিনে দু'দলের কাছেই জেতার সুযোগ থাকছে। মুম্বইয়ের বাকি চার উইকেট দ্রুত ফেলে দিয়ে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলতে পারলে অবশিষ্ট ভারত এই ম্যাচ জিততে পারে। আবার মুম্বইয়ের জয়, এমনকি ড্রয়ের সম্ভাবনাও থাকছে। ড্র হলে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকার সুবাদে ইরানি কাপ জিতবে মুম্বই।

শুক্রবার খেলা শুরু করেছিলেন অবশিষ্ট ভারতের অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং ধ্রুব জুরেল। অভিমন্যু দুশোর দিকে এবং জুরেল শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন। মুম্বইয়ের কোনও বোলারই তাঁদের বেকায়দায় ফেলতে পারছিলেন না। এক সময় মনে হচ্ছিল প্রথম ইনিংসে মুম্বইয়ের তোলা রান টপকে যেতে পারে অবশিষ্ট ভারত।

তা হয়নি। এর পর লেগস্টাম্পের বাইরে বল করা শুরু করেন মুম্বইয়ের শামস মুলানি। সাফল্যও মেলে। সুইপ মারতে গিয়ে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দেন জুরেল (৯৩)। ভেঙে যায় ১৬৫ রানের জুটি। অভিমন্যুও একই ফাঁদে পা দেন। পরের ওভারেই মুলানির বলে ফাইন লেগে তনুশ কোটিয়ানের হাতে ক্যাচ তুলে দেন। করেন ১৯১ রান।

এর পর দ্রুত শেষ হয়ে যায় অবশিষ্ট ভারতের ইনিংস। তারা থামে ৪১৬ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই মুম্বইয়ের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেন পৃথ্বী শ। প্রথম বলেই চার মারেন। দু'ওভার পরে মুকেশ কুমারকে এক ওভারে তিনটি চার মারেন।

দিনের শেষে অবশিষ্ট ভারত স্বস্তিতে সারাংশ জৈনের বোলিংয়ের কারণে। স্পিনের দাপটে একের পর এক উইকেট হারাতে থাকে তারা। চা-বিরতির পর আগ্রাসন কমিয়ে দেয়। দিনের শেষে তাদের স্কোর ১৫৩/৬। এগিয়ে ২৭৪ রানে। ক্রিজে পৃথ্বী (৭৬) এবং তনুশ (২০)।

আজ যুবভারতীতে ডার্বি, মহমেডানের বিরুদ্ধে নামার আগে সময় চাইলেন বাগানের কামিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইএসএলের শুরুটা ভাল হয়নি মোহনবাগানের। গত বারের লিগ-শিল্ড জয়ী এ বার তিনটি ম্যাচে একটি করে জয়, ড্র এবং হার নিয়ে নেমে গিয়েছে দশম স্থানে। একটি জয় তাদের তৃতীয় বা চতুর্থ স্থানে তুলে আনতে পারে। শনিবার ঘরের মাঠে মহমেডানকে হারিয়ে ঠিক সেটাই করতে চাইছেন কোচ হোসে মোলিনা।

আইএসএলে পর পর দু'টি ডার্বি খেলতে হবে মোহনবাগানকে। শনিবার মহমেডানের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতি শেষ হলে তারা খেলবে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। চাপ যে কম নয় তা বোঝা গিয়েছে মোলিনার গলায়। তবে স্পেনীয় কোচ আত্মবিশ্বাসী যে তাঁর মানসিকতা ধরে ফেলেছেন দলের খেলোয়াড়েরা।

আইএসএলের তিন প্রধানের মধ্যে মহমেডানের খেলাই সবচেয়ে ভাল লেগেছে ফুটবলপ্রেমীদের। সেই প্রতিপক্ষকে নিয়ে মোলিনা বলেছেন, মহমেডানের মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলা সব সময়েই কঠিন। খুব ভাল খেলছে ওরা। বিপক্ষকে বার বার সমস্যায় ফেলছে। শনিবার মোটেই সহজ ম্যাচ হবে না আমাদের কাছে। ওদের হারাতে পরিশ্রম করতে হবে। তবু ভাল ম্যাচ উপহার দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

গত তিনটি ম্যাচেই মাঝমাঠে সঠিক প্লে-মেকারের অভাব অনুভূত হয়েছে। দিমিত্রি পেত্রাতোস থাকলেও গোল করানোর কাজে সে ভাবে সফল হতে পারছেন না। বোঝা যাচ্ছে জনি কাউকো বা হুগো বুমোসের অনুপস্থিতি। মোলিনা অবশ্য তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন। বলেছেন, যারা রয়েছে তাদের নিয়েই খুশি। ওরা নিজেদের কাজ করতে পারলেই জিততে পারব। এটা ঠিক যে উন্নতি করতে হবে। আমরা আশাবাদী। গত মরসুমের থেকে একটু অন্য কৌশলে খেলছি। আমি কোচ হিসাবে নতুন। সব গুছিয়ে নিতে একটু সময় লাগে। আর একটু অপেক্ষা করলে মনে হয় আরও ভাল মোহনবাগানকে দেখতে পাবেন। হয়তো আরও একটু পেলে খুশি হতাম। তবে আমি খেলোয়াড়দের নিয়ে খুশি। ভুলগুলো না করলে আরও বেশি পয়েন্ট পেতাম।

আগের ম্যাচে হারও তাঁর কাছে অতীত। সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়ে মোলিনা বলেছেন, বেঙ্গালুরু আমাদের ভুলের সুযোগ নিয়ে গোল করেছে। তিন গোলে হারার মতো খারাপ খেলিনি। আমাদেরও গোল করা উচিত ছিল। তবে সত্যিটা মেনে নিতেই হবে। আমরা গোল করতে পারিনি। রক্ষণে ধারাবাহিক হতে হবে আমাদের। সঠিক ফলাফল হলে আমরা বেঙ্গালুরুর চেয়ে বেশি গোল করতে পারতাম।

মহমেডান ম্যাচের অনেক আগেই সূচি নিয়ে বিরক্ত ছিলেন মোলিনা। তবে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে ইরানে যেতে হয়নি। ফলে যাতায়াতের ধকল এড়ানো গিয়েছে। বাড়তি সময় পেয়েছেন প্রস্তুতি নেওয়ার। সেই প্রসঙ্গে মোলিনা বলেছেন, ইরানে না যাওয়ায় সময় পেয়েছি। প্রস্তুতি ভাল হয়েছে। এই ম্যাচের জন্য ভাল ভাবে প্রস্তুত হতে পেরেছি। তবে আসল খেলা তো মাঠেই হবে। সেখানে ভাল ফল করলেই হবে। ইস্টবেঙ্গলের কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের পদত্যাগের পর অনেক সমর্থক মোলিনারও পদত্যাগ চাইছেন। সেই প্রশ্ন এ দিন শুনেই হেসে ফেললেন স্পেনীয় কোচ। বললেন, আমার কোনও চাপ নেই। অন্য ক্লাবে কী হয়েছে তা নিয়ে ভাবছি না। আমি মোহনবাগান নিয়ে চিন্তা করি।

সমর্থকদের ক্ষোভ কিছু দিনের মধ্যে মিটে যাবে আশা করছেন মোলিনা। তাঁর দাবি, কোচিং মানসিকতা বুঝতে পারছেন খেলোয়াড়েরা। তাই উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মোলিনা বলেছেন, কৌশল বাকিরা বুঝতে পারছে বলেই আমি এতটা শান্ত। ভবিষ্যতে আমরা আরও উন্নতি করব। তাই আত্মবিশ্বাসী হয়েছি।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে উড়ান বাতিল করল এমিরেটস ও ফ্লাই দুবাই

জেরুজালেম, ৪ অক্টোবর: গোটা মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে ঘনিয়েছে ভয়ংকর যুদ্ধের মেঘ। গাজার পাশাপাশি লেবাননে ঢুকে রক্তাক্ত অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েল। মারমুখী ইরানও। ইতিমধ্যেই তারা ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে। যার বদলার আগুনে ফুঁসছে ইহুদি দেশটি। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে উড়ান বাতিল করল সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিমান সংস্থা এমিরেটস ও ফ্লাই দুবাই।

জানা গিয়েছে, আঞ্চলিক অস্থিরতার কথা মাথায় রেখে দুই বিমান সংস্থাই দুবাই থেকে ইরান, ইরাক, জর্ডন পর্যন্ত উড়ান বাতিল করেছে। বৃহস্পতিবার এমিরেটস এয়ার লাইন ব্রিটেন, ওমান ও কুয়েতের সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করে দেয়। পরে বিবৃতি দিয়ে এমিরেটস জানায়, শুক্রবার ও শনিবারেও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ইরান, ইরাক, জর্ডনের সমস্ত উড়ান বন্ধ থাকবে। সেই দেশগুলো থেকেও কোনও বিমান এখানে আসবে না।

ইজরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে লেবাননের রাজধানী বেইরুট। যার প্রভাব পড়েছে উড়ান পরিষেবাতেও। আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত এমিরেটস ও সোমবার পর্যন্ত ফ্লাইদুবাই লেবাননের সমস্ত উড়ান স্থগিত করে দিয়েছে। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার ইজরায়েলের নানা জায়গায় ২০০-র কাছাকাছি ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান। সেই থেকেই প্রভাব পড়তে শুরু করে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিমান পরিষেবায়। এদিকে, ইজরায়েল, ইরাক, ইরানের সমস্ত উড়ানে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে রাশিয়াও।

এবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন খামেনেই

তেহরান, ৪ অক্টোবর: অস্তিত্বই আর থাকবে না ইজরায়েলের। হুঙ্কার দিয়ে এমনই দাবি ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের। গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ঘনিয়েছে ভয়ংকর যুদ্ধের মেঘ। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই নিকেশ হয়েছে হেজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লা। এবার তার উত্তরসূরিকে নিশানা করেছে ইজরায়েল। এই পরিস্থিতিতে পাঁচ বছর পরে শুক্রবার জুম্মার নমাজের খুতবার অংশ নিলেন খামেনেই। আর সেখানেই তাঁকে গর্জে উঠতে দেখা গেল। এদিন নাসারাল্লার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে খামেনেই বলেন, সইদ হাসান নাসারাল্লা আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু ওঁর উদ্দীপনা ও পথ আমাদের চিরকাল অনুপ্রাণিত করে চলবে। নাসারাল্লার মৃত্যু বিফলে যাবে না। সেই সঙ্গেই তিনি পরিষ্কার করে দিলেন ইরান, প্যালেস্টাইন, লেবানন, মিশর, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমেনের শত্রু এক। সেই শত্রুর নাম ইজরায়েল। তবে ইজরায়েলের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকাকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন খামেনেই। তাঁর দাবি, ইজরায়েল আসলে মার্কিনিদের একটা 'টুল' তথা যন্ত্র, যার সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যের দখল নিতে চায় ওয়াশিংটন।মাত্র এক সপ্তাহ আগেই নিকেশ হয়েছে হেজবোল্লা প্রধান হাসান নাসরাল্লা। এবার তার উত্তরসূরিকে নিশানা করেছে ইজরায়েল। জানা গিয়েছে, নাসরাল্লার তুতো ভাই হাশেম সফিউদ্দিনকে লক্ষ্য করে লাগাতার ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে তেল আভিভ। তবে হেজবোল্লার সম্ভাব্য প্রধান হাশেমের মৃত্যু হয়েছে কিনা, সেই নিয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু খবর মেলেনি।

BALI-II GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O- Shyamnagar, P.S. – Nowda, Dist- Murshidabad
TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: -05/Bali-II GP/2024-25** With Vide Memo No. **130/Bali-II/2024-25, Dated: - 04-10-2024,** The Last date for online submission of tender is **21/10/2024 Upto 02.00 P.M.** For details, please visit website: **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Bali-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE ICCHAPUR NILGUNJ GRAM PANCHAYAT
TENDER NOTICE
Prodhan, IchhapurNilgunj Gram Panchayet invites E-tender. Details are available at: **www.wbtenders.gov.in** **e-NIT No: 05/INGP/15TH CFC-Tied/2024-25, 06/INGP/15TH CFC-Untied/2024-25, 07/INGP/BEUP/2024-25, 08/INGP/15TH CFC-Untied /2024-25, Dated- 04-10-2024.** Last date of submission of bid mentioned in each separate notice, in any further query, may contact in the office hours of the undersigned office.
Sd/- **Prodhan**
Ichhapur Nilgunj Gram Panchayet

OFFICE OF THE PRODHAN
MALIBARI-II GRAM PANCHAYAT
Tejsinghapur, Raninagar, Murshidabad
E- Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 04 Nos work,Tender Ref No- **NIT Nos.06 /5th SFC/2024-25,** Bid Submission Opening Date - **05/10/2024 From 14:00 Hrs** Bid Submission Closing Date - **26/10/2024 upto 14:00 Hrs** the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website **www.wbtenders.gov.in**
Prodhan
Malibari-II Gram Panchayat

OFFICE OF THE BANSPOLE GRAM PANCHAYAT
(Under Habra II dev. Block)
1nos e-Tender (Containing 2nos schemes) has been invited at various location within Banspole Gram Panchayat, details are stated below **NIT no. 05/BGP/15th SFC/2024-25 Dt. 03/10/2024 under 5th SFC fund** Please visit the site: **www.wbtenders.gov.in** and office notice board of the undersigned, **Bid submission start date 04/10/2024 at 11:00 PM and Last date of Bid submission:- 11/10/2024 up to 12:30 PM., Date & Time of opening bids 21/10/2024 at 10.30 AM.**
Sd/-
Pradhan
Banspole Gram Panchayat

Khanakul-II Dev. Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II, **NIeT No.- 47/BDO Kh-II/2024-25, Date: 03.10.2024. Tender ID: 2024_ZPHD_762282_1 to 2** for Smart Class Room. Last date of bids ends on **30.10.2024 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Dev. Officer
Khanakul-II Dev. Block

বিজ্ঞপ্তি
খিসমা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য খসরা ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে গত ইং:- ০১/১০/২০২৪ তারিখে উক্ত সমবায়ের নোটিশ বোর্ডে। যার আপত্তি ও দাবি পেশের তারিখ ২৪/১০/২০২৪ ও ২৫/১০/২০২৪, এবং শুনানির তারিখ ২৮/১০/২০২৪।
S/d,
Assistant returning officer
Khisma S.K.U.S Ltd
Khisma, Ranaghat-1, Nadia

JETIA GRAM PANCHAYAT
Vill+P.O.: Jetia, North 24 Pgs.
NOTICE INVITING TENDER
NIT(2nd Call).: JGP/652/5th SFC/RETENDER/TIED/2023-24 Dated-04/10/2024
01 (one) nos of E-Tender has been invited on behalf of Prodhan, Jetia Gram Panchayat. Tender Id: **2024_ZPHD_761921_1.** Estimated tender Amount is Rs. 2009112.00. Details contact website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Prodhan**
Jetia Gram Panchayet

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Concrete Road and PCC Drain with Culvert in Purbachal Abasan- 1st Street, 2nd Street and 3rd Street within Ward No.- 12, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-111/24-25 (2nd Call)
Tender ID : 2024_MAD_762651_1 • Estimated Amount : 29,32,858/-
Last Date : 26th October 2024, up to 5:00 pm **Sd/- Executive Engineer**
For details : **wbtenders.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/407/24-25 Dated 03.10.2024	Reparing of Bituminous Road at Missionpally Main Road in Ward No. - 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.12,86,861.00
WBMAD/ULB/RSM/408/24-25 Dated 03.10.2024	Beautification & Construction of Green Space at Sonarpur More, Ward No. 13 within RAJPUR SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.12,67,547.00

Bid Submission end date: **19.10.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-20 (01 No.) & 21 (07 No.) Dated 01.10.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol, invite Online percentage Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

Kanaipur Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Kanaipur, P.S.- Uttarpara, Dist.- Hooghly
Notice Inviting Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders having proper credential for execution of different development works vide **NIT No.: 451/KGP/2024 (Sl.- 1-6), Fund: 15th FC (Untied) & NIT No.: 454/KGP/2024 (Sl.- 01), Fund: 15th FC (Untied), Date: 24.09.2024.** Work Comp. Time: 180 Days. Document Download & Bid Submission Start Date (Online): **04.10.2024.** Bid Submission Close Date (Online): **28.10.2024 up to 06:00 PM.** Submission of EMD & Cost of Tender Paper (Offline): **29.10.2024 up to 12:00 PM.** Tender Opening Date (Online): **05.11.2024 at 09:00 AM.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Kanaipur Gram Panchayat

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Regd.Off: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata - 700001
NIeT-142 to 145/2024-2025 Dated 04.10.2024
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn.Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electrical works at **Uttar Dinajpur, Malda, Burdwan, District.**
Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in**. Bid submission start date: **05.10.2024 after 9.00 AM.** Bid submission end date: **26.10.2024 & 02.11.2024 upto 3.00 PM**.
Date: 04.10.2024 **Sd/-Executive Engineer**

Dum Dum Girls High School invites e Tender for minor repairing & outside painting. For details go to https://wbtenders.gov.in, Id 2024_DSE_761856_1, Date - 03.10.2024. Bid Opening Date - 06.11.2024 & Bid Submission End Date - 30.10.2024.
Sd/-
Headmistress
Dum Dum Girl's High School (H.S.)

GOBARDANGA MUNICIPALITY
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo: 614/GM/NIT/AMRUT 2.0/24-25, Dated: 01/10/2024, Memo: 615/GM/NIT/AMRUT 2.0/24-25, Dated: 01/10/2024 Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-06(e)/24-25, Dt:- 05/10/2024, Tender No. WBMAD/ULB/GOBAR/NIT-7(e)/24-25, Dt: 05/10/2024
The e-tender has hereby invited by the Chairman, Gobardanga Municipality. Name of the work: (1) Permanent road restoration (Bituminous & Concrete) at different locations of Gobardanga Municipality Area under AMRUT 2.0. Last date of submission of Bid on **08/11/24**. For details Visit: **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
GOBARDANGA MUNICIPALITY

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/398/24-25 Dated 03.10.2024	Earth work in filling in Road Embankement by good Earth including ramming and dressing complete at Halderpara, Tehgaria, Missiompally , Nischantapur, Jagannathpur, Majerpara,in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.3,75,732.00
WBMAD/ULB/RSM/399/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of Surface Drain Near H/O Tushar Kanti Gayen & Cross-Drain Near H/O Sanat Pahari & Near H/O Prakash Samanta at Sarada Park in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.1,92,164.00
WBMAD/ULB/RSM/402/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of (A) Concrete Road Near H/O Late Karim Moulavi, (B) Concrete Road with Surface Drain from H/O Rafik ali Laskar to H/O Nazir Hossain Molla & (C) Surface Drain Near H/O Akbar ali Molla at Jagannathpur Bhangipara in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.4,47,009.00
WBMAD/ULB/RSM/404/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of Concrete Road from H/O Santanu Acharya Choudhury to H/O Jamuna Gharai at Ramkrishna Pally in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.4,41,369.00

Bid Submission end date: **19.10.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/400/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of Covered Drain from Kabarsthan to Bahar ali Land & Surface Drain from Bahar ali Land to Adyut Mullick House Near Jagannathpur K. S. Memorial Sahool in Ward No. 08 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.9,20,670.00
WBMAD/ULB/RSM/401/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of Concrete Road with Covered Drain from H/O Sahadat Mondal to H/O Abul Sekh and Concrete Road from H/O Liaquat Sekh to H/O Haji Bahar Ali & H/O Abu Siddiqui to H/O Sultan Mondal at Majherpara in Ward No. - 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs.7,25,937.00
WBMAD/ULB/RSM/403/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of Concrete Road from H/O Gita Karmakar to H/O Jobeda Bibi & H/O Kesto Karmakar to H/O Gobinda Karmakar at Karmakarpra in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.6,63,340.00
WBMAD/ULB/RSM/405/24-25 Dated 03.10.2024	Construction of Concrete Road and Covered Drain at Jagannathpur Mulla Para in Ward No.- 08 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.8,31,168.00

Bid Submission end date: **19.10.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/372/24-25 Dated 26.09.2024	REPAIRING OF JAGRITI SANGHA TO K.M.C. BORDER, FIRE BRIGADE TO KHODA BOKSHA ROAD, TETULTALA MORE TO KHODABOKSA ROAD AT WARD NO.-30; UNDER RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY.	Rs.12,30,997.00
WBMAD/ULB/RSM/377/24-25 Dated 26.09.2024	Repairing & renovation of work Panchasayar main road,Sreenagar main road, Balia balak sangha to E.M.Bye pass & Bajrangbali Mandir to border of ward no 28 & 1 in Ward no.01 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.12,57,838 .00
WBMAD/ULB/RSM/382/24-25 Dated 26.09.2024	Construction of Concrete Road from (A) Natunpally Sitala Mandir to H/O Pintu Chakraborty,(B) H/O Anjan Das to H/O Palash Kundu at Natunpally & (C) Baguipara Shiv Mandir to Satai Das House in Ward No.- 15 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.10,72,210.00
WBMAD/ULB/RSM/363/24-25 Dated 26.09.2024	Construction of Concrete Road From Natun Para Mazjid To Cycle Shop & Improvement of Kancha Road at Kurer Math, Sekh Para And Various Places In Ward No.-34 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.12,19,975.00
WBMAD/ULB/RSM/384/24-25 Dated 26.09.2024	Bats Consolidation work at Pischim Nishchintapur Jannata Maath(Sitala Mandir)to Mali Para Culvert,in Ward No-34 under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs.15,70,622.00

Bid Submission end date: **19.10.2024 at 16-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-Tender No. : UKM/PWD/017(e)/2024-25 dt. 04.10.2024
1. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 50kWp at MahamayaSishu-O-Matrimongal Kendra under Uttarpara-Kotrung Municipality. 2. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 50kWp at Municipal office Building at Makhla under Uttarpara-Kotrung Municipality. 3. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 20kWp at Municipality office uttarpara under Uttarpara-Kotrung Municipality. 4. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 25kWp at NULM Building under Uttarpara-Kotrung Municipality. 5. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 50kWp at PhanindraBhavan under Uttarpara-Kotrung Municipality. 6. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 40kWp at WTP under Uttarpara-Kotrung Municipality. 7. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 50kWp at Burning Ghat under Uttarpara-Kotrung Municipality. 8. Setting up of Grid Connected Rooftop Solar Photovoltaic system of Capacity 30kWp at NetajiBhavan under Uttarpara-Kotrung Municipality.
e-Tender No.: UKM/PWD/018(e)/2024-25 dt. 04.10.2024
1. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm diaincluding supply and installation of valves with construction of valve chambers in different area in ward no-10 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 2. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-11 under Uttarpara-Kotrung Municipality. 3. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-13 under Uttarpara-Kotrung Municipality 4. Supplying and laying of D.I. (K7) pipe with specials of 100mm dia including supply and installation of valves with construction of valve chambers in ward no-14under Uttarpara-Kotrung Municipality.
Bid Submission Closing Date: **26/10/2024**
For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman,**
U.K. Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

ক বি তা

মা চিন্ময়ী

কমল চন্দ্র দাস

তুমি এসো মাগো চিন্ময়ী রূপে,
এ ধরাধামে রক্ষিতে।
অসুরদের বেড়েছে বড্ড উৎপাত,
দশভুজায় খড়গ হাতে।।

রক্ত বীজের মত অলিতে গলিতে,
যত না মরে ততোধিক বাড়ে।
কোন বরে ওরা পেয়েছে অশুভশক্তি,
বিনাশ কেন হয়না চিরতরে?

শুনেছি অন্ধকারে ওদেরই বাস,
অন্ধকারেই ওদের কারবার।
শিক্ষার স্থানে কিংবা স্বাস্থ্যের স্থলে,
কেন চালায় থ্রেট কালচার?

তুমি কথা দাও — হে মা চিন্ময়ী,
তোমায় পূজিব জীবনভর।
মানুষের মত মানুষ করে পাঠাও,
যাক--ঘরের দুর্গার ভয়ডর।।

দূষক

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

মুষলধারার বৃষ্টিতে গঙ্গা পাড়ে বসে আছে সুনন্দা। দুচোখে তার বন্যা। গতকাল রাত পৌনে দশটা নাগাদ কোচিং ফিরতি পথে কতগুলি ছেলের লালসার শিকার হয় সে। মনুষ্যসমাজ মুহূর্তেই মেয়েটিকে করেছে মিথ্যা কালিমালিপ্ত, বসিয়েছে কদর্য চরিত্রের তকমা। গঙ্গার ধার ঘিরে এই জায়গাসমূহ নোংরা, আবর্জনাময়; মানুষের বর্জনকৃত অব্যবহার্য জিনিসে পূর্ণ। একটা কুকুর সেখানে নোংরা ঘেঁটে বেড়াচ্ছে। সমাজের আপাত দৃষ্টিতে দূষিত পরিবেশ, ঠিক যেমন মেয়েটি। জায়গাটার ঠিক পাশেই রয়েছে ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া একটা সিমেন্টের চাতাল।

হঠাৎ এক মহিলা ও তার মেয়ে এসে আশ্রয় নিল চাতালটায়। মেয়েটির গায়ের স্কুল ইউনিফর্মটা চপচপে ভিজে। তার স্কুল ব্যাগটা ভদ্রমহিলার হাতে। তিনি ব্যাগ থেকে একটা বিস্কুটের প্যাকেট মেয়ের হাতে দিলেন। সেটা খেতে খেতে হঠাৎ মেয়েটি ঘাটের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, ‘মা, ওই দেখো, সেই মেয়েটা না! কাল ওকেই তো...’

ভদ্রমহিলা মুখবিকৃতি করে বললেন, ‘ওদিকে একদম তাকাস না। ওসব বাজে মেয়ে। তুই এখানে প্যাকেটটা ফেলে দে। বড্ড নোংরা জায়গাটা! বৃষ্টি কমলেই বেরিয়ে যাব’। ওদের কথাবার্তা বৃষ্টি ছাপিয়ে কানে গেল সুনন্দার। মাকড়সার জালের ন্যায় তার মনে বুনন হয়ে চলেছে এক প্রশ্নজাল, যে প্রশ্ন সমানধারায় বয়ে চলেছে প্রকৃতির শিরা-উপশিরায়।

বাস্তবে যাবতীয় দূষণের মূলে বিচরণকারী কারা? মানববেশী দূষকরা নয় কি? বৃষ্টির বেগটা বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক মেয়েটার দুনয়নের মতো।

প্রেমের বোধন

শুভজিৎ বসাক

রিয়ার সামনেই বিয়ে রক্তিমের সাথে। বিয়েটা অ্যারেঞ্জ প্লাস লাভ করেই হচ্ছে। দেখাশুনা করে দুজনেরই দুজনকে পছন্দ কিন্তু সমস্যা হল রক্তিম খুব একটা সময় দেয় না ব্যস্ততার জন্য রিয়াকে তাই একটু অনুযোগ-রাগ বরাবরই রয়ে গিয়েছে তার মনে। শ্রীতমা সবটাই জানে তাই সে রিয়াকে অ্যাডজাস্ট করে কথা বলা, চলার বুদ্ধি দেয়। মাঝে মাঝে ছেলেটার কোনও রোগ-টোগ আছে কিনা সন্দেহ প্রকাশ করলেও রিয়ার সেই সাহস হয় না রক্তিমকে জিজ্ঞাসা করার। যাইহোক সব মিলিয়ে চলছে ভবিষ্যতের কথা তবে পর্যাপ্ত ভাবনাতে। অনেকদিন পরে একটা রবি ও সোমবার পুজোর আগে ছুটির ব্যবস্থা করতে পেরেছে রক্তিম। অফারটা তাই তার তরফ থেকেই এল রিয়ার কাছে যে কুমোরটুলি,বাবুঘাট ঘুরতে যাবে কিনা। অবাক খালি নয় খুবই অবাক হল রিয়া। যে মানুষ কথা বলার সময়টুকু দেয় না,সে কিনা বলছে ঘোরাতে নিয়ে যাবে! তা সে কুমারটুলি,বাবুঘাট যেখানেই হোক।শ্রীতমাকে নেওয়ার কথা বলতে গিয়েও বলল না রিয়া। একা গিয়েই একটু পরখ করে দেখতে চায় রক্তিমকে। সময়মত এল ওরা। তখন সাড়ে তিনটে। রোদ তখনও গা-গা করে ঝলসাচ্ছে সারা শরীর তবে গঙ্গার পাড়ে তার প্রভাবটা হাওয়ার জন্য একটু কম। রক্তিম একটা নীল জিন্স,নীল জামা পড়েছে,উচ্চতাটা যদিও আগে দেখেছে তবে একা বেরোনোর সুযোগে আজ আবারও মাপল রিয়া।মাঝারী উচ্চতা,খুব যে লম্বা তা নয়,রিয়াও খুব একটা খাটো নয়। মানানসই পাশাপাশি ওরা। রক্তিমও রিয়াকে দেখল। জৌলুস নেই তবে সাজে আধুনিকতা আছে,পারিপাট্য আছে। হাসল রিয়া। কোথাও বসবে জানতে চাইলে রিয়ার উত্তর এল, ত্বসে কি হবে? তার চেয়ে এই তো বেশ ঘুরি চলো। ঠাকুর বানানো হচ্ছে,পুজোর মডেলিং ফটোশ্যুট হচ্ছে দেখি চলোদ। তাতেই রাজি হয় রক্তিম। হাঁটতে থাকে ওরা। কথার অনুপস্থিতিতে চুপ আবহ যেন হাওয়ার শনশন শব্দকেও গ্রাস করে নিচ্ছে। কথা নেই অথবা অনেককালের চলা প্রেমে কথা হয়তো শেষ! তাই রিয়াই বলে উঠল, ত্তুমি কি ঘরেও এত চুপচাপ?দ

রক্তিম- বেশী কথা অপছন্দ করি।

রিয়া- আমি কথা ভীষণ বলি।

রক্তিম- তা বেশ।

রিয়া- বিরক্ত হবে না?

রক্তিম- কিসের বিরক্তি?

রিয়া- শান্ত ঘরে বেশী কথা বলব যে আমি, ভালো লাগবে?

রক্তিম- মন্দ যে লাগবে তা তো নয়।

রিয়া- জীবনে কাউকে ভালোবেসেছো?

রক্তিম- হ্যাঁ।

রিয়া- (কিছু সেকেন্ড চুপ করে) তার কথা মনে পড়ে না?

রক্তিম- হুম মনে তো পড়ে।

রিয়া- তার নাম কি? কি করে সে?

রক্তিম- অয়ন্তিকা সেন। স্কুল শিক্ষিকা।

রিয়া- ছেড়ে দিলে কেন তাকে?

রক্তিম- ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম তাই সেইই ছেড়ে চলে গিয়েছে।

রিয়া- তার মানে বলছো যে মেয়েরা ভালবাসতে জানে না! ছেলেরাই সব পারে।

রক্তিম- এই নিয়ে তর্ক হয় না। ভালবাসা ছেলে বা মেয়ে বেশী করতে জানে একথা পুরোই ভুল। ভাল না বাসলে ভালবাসা আসে না। সবাই প্রেমে পড়ে। তাই তখনই সবাই শেখে। শিখে কেউ প্রেম করতে আসে না। তাই এই নিয়ে তর্ক অবান্তরই বটে।

রিয়া- তা পারবে তো আমায় ভালবাসতে তাকে ভুলে?

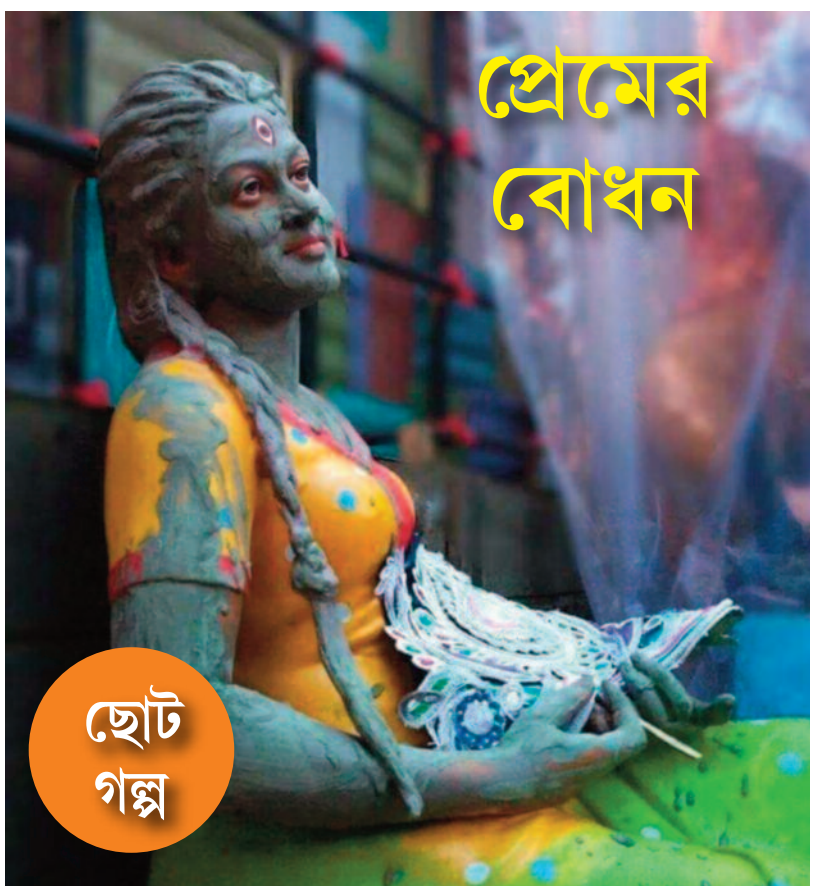

রক্তিম- তোমারও বাবা-মা আছেন,আমারও বাবা-মা আছেন।তুমি যখন শ্বশুড়বাড়ি আসবে বা আমি যখন শ্বশুড়বাড়ি যাবো কেউ কি নিজের বাবা-মাকে ভালবাসি বলে অন্যকে সম্মান দেবো না? নাকি বাড়িতে বাবা-মায়ের দুজন ছেলেমেয়ে থাকলে বড়টি বেশী আদুরে হয় আর ছোটটির কম আদর হয়?

রিয়া- হুম বুঝলাম। একটা ত্যাঁদ এই ছোট উত্তরটার বদলে এত বড় ব্যাখা না দিলেও চলত।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌঁছায় একটি দুর্গামূর্তির কাছে যেটি পুরানো এবং পড়ে আছে এককোণে। রক্তিম সেদিকেই আঙুল দেখিয়ে বলে, ত্ঠাকুরটা কি সুন্দর তাই না?দ রিয়া সম্মতিতে ঘাড় নাড়ে।

রক্তিম- কিছু বুঝলে?

রিয়া- কি বুঝব বলো তো?

রক্তিম- ঠাকুরটা কি ভীষণই না সুন্দর। হয়তো গতবছর বা তার আগে যখন গড়া হচ্ছিল তখন একে ঘিরে কত মানুষের কত উন্মাদনা ছিল। এটা দেখে মনে হয় মডেলিঙের জন্যই এটা বিশেষভাবে তৈরি করার নির্দেশ ছিল। পুজো শেষ। প্রয়োজনও শেষ। তারপরে পড়ে আছে সেটা যত্নের সাথে অযত্নে যেখানে ওর খবর আর কেউ রাখে না। সম্পর্ক টিকে আছে কি নেই তা বলেই দিয়েছি তোমায় আর সেটা ঠিক এই প্রতিমার মত। জীবনের একটা প্রেক্ষাপট রচনা হয়েছিল নিজেকে জেনে নিতে আর তা জানা হতেই আমরা হয়তো আলাদা হয়েছি। পড়ে আছে প্রতিমা সাজগোজে অযত্নে এক কোণে। বেশ ভাল লাগে ব্যতীক্রমী কাজ সময়ের ফাঁকে একবার ঢুঁ মেরে দেখতে।

রিয়া- যত্নের সাথে অযত্ন কথাটার অর্থ?

রক্তিম- যত্ন সহকারে যাকে আমরা পরিচর্চা করি না বা যত্ন সহকারে এড়িয়ে যাই।তা আর কিছু জানবে আমার বিষয়ে?

রিয়া- সত্যিই বেশী কিছু বলার নেই। পড়ে থাকা ঐ প্রতিমার সৌন্দর্যে তোমার মনের সৌন্দর্যের গভীরতা পরিমাপ করা যায়। হয়তো সেটা আরও উৎকর্ষ! তা আমার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না?

রক্তিম- আমায় ভালবাসতে পারবে তো?

রিয়া- বিয়েটা কি জোর করছো?

রক্তিম- এই প্রশ্নটা যদি আমিও করি তোমায়?

রিয়া- আজকের কাটানো সময়টা সেটা আর মনে করাচ্ছে না। বরং আরও যদি জানতে পারি জীবনে চলার ইচ্ছেটা বাড়বে।

রক্তিম- বেশ। এইতো জানা হয়ে গেল তোমায়।

রিয়া- ব্যস, এইটুকু জানবে আমার বিষয়ে! আর কছু জানবে না?

রক্তিম- বললাম না,আমরা সবাই শিখতে আসি, জানতে আসি। জল আর চিনির একটা মধুর সামঞ্জস্য আছে সেটা চিনি জলে গুললেই বোঝা যায় বুঝলে?

রিয়া এবার আর হাসি চাপতে পারল না।হাসল, ভীষণ হাসল সে মন খুলে। মনে হল প্রোপোজ করার পরে মানুষর মনে যে খুশী উছলে পড়ে সেরকমই খুশী আজ সে রক্তিমের মত মনটা খুঁজে পেয়ে অনুভব করেছে। এই মানুষ জটিল কথা বলে কিন্তু মানুষটা সহজ না হলে সহজভাবে তার কথা বলার সাহস কখনোই রাখত না। মূর্তির মতই সে ব্যতীক্রমী।

পরদিন শ্রীতমা তাকে গতকালকের প্রসঙ্গে জানতে চেয়ে বলল, ত্কিরে কি বুঝলি? এত চাপা সে,কোনও সমস্যা আছে নাকি? কথা বলে কি বুঝলি?দ রিয়া বুঁদ কালকের সময়ের সাথে।সে বলল, ত্হুম সমস্যা তো আছেইদ।

শ্রীতমা- (বিস্ময়ে) বলিস কি? বাড়িতে বলেছিস?

রিয়া- মানুষটা ভালবাসতে জানে আর যাকে ভালবাসবে তাকে সবটা মন খুলে বলতে জানে। এটাই ওর সমস্যা।

এটা বলে গতকালকের কথাগুলো বলল সে বান্ধবীকে। শ্রীতমা ঠাকুরের ছবিটাও দেখল আর অবাক হল কারণ গত দু'ছর আগে হুজুগের মডেলিঙে সেও এই প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়েই ছবি তুলেছিল অথচ সে যে এতটা আতিশয্যে মোড়া তার উন্মোচন রক্তিম না করলে হয়তো অজানাই থেকে যেত সেই কথা! বোধন এখনও অনেক দেরী তবু এই যে বোধনের শব্দঢাক বেজে উঠল তার রেশ বহু শারদীয়ার সাক্ষী হিসাবে মনের কোণে রয়ে যাবে।

ব্রাত্যজনের কথা ‘শহর নামা’য় তুলে ধরছে নলিনী সরকার স্ট্রিট

শুভাশিস বিশ্বাস

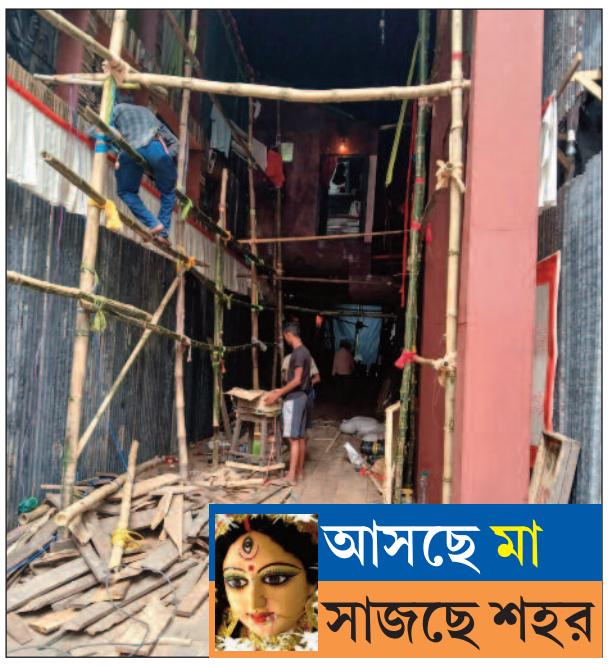

আসছে মা সাজছে শহর

উত্তর কলকাতার পুজো দেখতে আসবেন অথচ সেই তালিকায় নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো থাকবে না তা হয় না। উত্তর কলকাতার বেশির ভাগ পুজোই হয় অলিতে গলিতে। সেভাবে ফাঁকা মাঠ বা প্রশস্ত কোনও জায়গা খুবই কম পান উত্তর কলকাতার পুজো উদ্যোক্তারা। এর ব্যতিক্রম নয় নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজোও। খুব সত্যি কথা বলতে মুচিবাজার সংলগ্ন করবাগান, তেলেঙ্গাবাগান, যুববৃন্দ এই সবগুলি পুজো যেমন হয় সংকীর্ণ গলিতে ঠিক তেমনই আপনি যদি খান্না মোড় থেকে হাতিবাগানের দিকে এগোতে থাকেন তাহলে ছবিটা কিন্তু এক্কেবারে এক। এই এলাকায় রয়েছে নলিনী সরকার স্ট্রিট, নবীন পল্লি, সিকদার বাগান, হাতিবাগান সর্বজনীনের মতো নামজাদা সব পুজো। পুজো নামকরা হলেও সরু গলিতে অপ্রশস্ত এলাকায় শিল্পীদের মাথা খাটিয়ে বের করতে হয় থিম। এই কাহিনীটা নতুন কিছু নয় এই সব পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে। তাঁদের গা সওয়া হয়ে গেলেও সমস্যায় পড়তে হয় দর্শনার্থীদের। যাতায়াতের পথ বড়ই অপরিসর। তারই মধ্যে দলবেঁধে ঠাকুর দেখার আনন্দটা অবশ্য উপভোগ করতে ছাড়ে না বাঙালি।

দেখতে দেখতে নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো পার করে দিয়েছে ৯১ টা বছর। এবছর তারা পা রেখেছে ৯২-এ। তবে এ বছরে নিঃসন্দেহে এক বড় চমক রয়েছে নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজোয়। আমরা যাদেরকে ভীষণ রকম উপেক্ষার চোখে দেখি তাঁদেরকে একেবারে কাছে টেনে নিয়েছেন এই নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো উদ্যোক্তারা। একটু খোলসা করেই বলা যাক। আমরা এই শহরে দেখতে পাই, একটা ছোট্ট অংশের মানুষ যাঁরা প্লাস্টিকের বোতল বা প্লাস্টিকের ভাঙাচোরা জিনিস সারা দিন রাত ধরে রাস্তা থেকে জোগাড় করে চলেছেন। এঁরা কোনও কোম্পানির অধীনে বা কোনও ঠিকাদারের অধীনেও কাজ করেন না। সে অর্থে একেবারেই স্বাধীনচেতা। তবে সমস্যা এটাই যে, ভাঙাচোরা এই প্লাস্টিক কুড়িয়েই যে সামান্য টাকা আয় হয় তাতেই তাঁদের দিনগুজরান করতে হয়। কাজে না গেলে একটি পয়সাও সেদিন জোটে না তাঁদের। ফলে পেটে কিল মেরে কাটাতে হয় রাত। কথাগুলো বলা যতটা সহজ, বাস্তবটা ঠিক ততটাই ভয়ংকর। এদিকে এঁরা যে এই সব ভাঙা প্লাস্টিক কুড়িয়ে চলেছেন তাঁদের দিন গুজরানের জন্য তাতে কোনও সম্মান পাওয়া তো দূর-অস্ত আমরা বরং কিছুটা ঘেন্নার চোখেই দেখি এঁদের। অথচ আমরা কখনও-ই ভেবে দেখি না যে, এঁরা এই কাজের মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজকে কতটা রক্ষা করছেন।

আমরা প্রতিনিয়তই শুনতে পাই এক সচেতনতার বার্তা, প্লাস্টিক ব্যবহার কমান। আর ব্যবহৃত প্লাস্টিক একটি বিশেষ রংয়ের ডাস্টবিনে ফেলুন। কিন্তু বাস্তবে এই সচেতনতার বার্তা কতজন মেনে চলেন তা নিয়ে প্রশ্ন আছেই। ভুলে গেলে চলবে না, বর্তমানে আপনি এক বোতল জল কিনে খেতে গেলেও তা মিলবে প্লাস্টিকের বোতলেই। জল খাওয়া হয়ে গেলে অবহেলা ভরে ওই বোতল রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়াটাই আমাদের কাছে দস্তুর। আমরা ভুলে যাই, এই প্লাস্টিক জমে আটকে যেতে পারে আমাদের নিকাশি ব্যবস্থা বা এই প্লাস্টিক মাটির সঙ্গে মিশে তৈরি করতে পারে ভয়াবহ দূষণ। এই দূষণের হাত থেকেই আমাদের বাঁচাচ্ছেন এই প্লাস্টিক কুড়ানিরা। এবারের এই ঘটনাই নলিনী সরকার স্ট্রিট তুলে ধরছে তাঁদের থিমে। থিমের নামকরণ করা হয়েছে ‘শহর নামা’।

এই থিমকে মাথায় রেখেই তৈরি হচ্ছে নজরকাড়া প্যান্ডেল। প্যান্ডেল তৈরির দায়িত্বে রয়েছেন বেহালার প্রদীপ্ত কর্মকার। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি করা হচ্ছে প্রতিমাও। প্রতিমার রূপদান করছেন বর্ধমানের শিল্পী সিদ্ধার্থ পাল। নলিনী সরকার স্ট্রিটের প্রতিমা যাঁরা প্রতি বছর দর্শন করতে আসেন তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন, রাতের এই থিম যেন আরও জীবন্ত হয়ে ধরা দেয়। এর পিছনে অন্যতম কারণ হল আলোকসজ্জা। এবারও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়। আলোকসজ্জায় রয়েছেন কলকাতা বিখ্যাত এসএন ইলেক্ট্রিক।

এবারের পুজো সম্পর্কে পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, শহরকে যাঁরা প্রতি মুহূর্তে পরিষ্কার রাখছেন তাঁরাই এবারের পুজোর দায়িত্বে। পাশে থাকবেন নলিনী সরকার স্ট্রিটের উদ্যোক্তারা। কারণ, আমরা যতই তাঁদেরকে ব্রাত্য বলে মনে করি না কেন আদতে তাঁরাও তো আমাদের এই সমাজেরই একটা অংশ। হতে পারে, সংখ্যার দিক থেকে তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, একটি গোষ্ঠী বিশেষ মাত্র। কিন্তু তাঁদেরও তো মাতৃ আরাধনার অধিকার রয়েছে। আর এই অধিকার তাঁদের হাতে এবার তুলে দিতে চান নলিনী সরকার স্ট্রিটের পুজো উদ্যোক্তারা।